৫১০৪৪

মে-জুন ২০২৬, বৈশাখ-আষাঢ় ১৪৩৩

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা

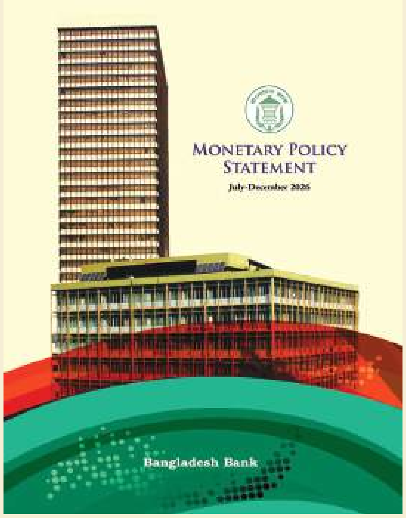

বাংলা কিউআর (Bangla QR) মেলা

অর্থবছরের প্রথমার্ধের (জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৬) মুদ্রানীতি ঘোষণা

বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ রিকগনিশন অ্যাওয়ার্ড

আলাউদ্দিন ছাত্রবৃত্তি ২০২৫ প্রদান

বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মাঝে গভর্নর মোঃ মোস্তাকুর রহমান

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মচারী সমবায় ঋণদান সমিতি লিঃ, ঢাকার আলাউদ্দিন ছাত্রবৃত্তি/২০২৫ বিতরণ অনুষ্ঠান ১৭ জুন ২০২৬ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শাহরিয়ার সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে গভর্নর মোঃ মোস্তাকুর রহমান এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে ডেপুটি গভর্নরবৃন্দ ও হেড অব বিএফআইইউ উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে গভর্নর বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের ও তাদের অভিভাবকদের অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানান। এই মেধাবী শিক্ষার্থীরাই ভবিষ্যতে এই দেশ পরিচালনায় নেতৃত্ব দেবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি শিক্ষার্থীদের পড়াশুনার গভীরে প্রবেশ করার উপদেশ দেন ও পাশাপাশি ভালো মানুষ হওয়ার উপর গুরুত্বারোপ করেন। অনুষ্ঠানে সমিতির পক্ষ হতে প্রায় ১১৯ জন শিক্ষার্থীকে জনপ্রতি ৫,০০০ টাকা করে বৃত্তি, মেডেল ও একটি করে অভিনন্দনপত্র প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে সমিতির সম্পাদক মোহাম্মদ মোক্তার হোসেন ছাড়াও সমিতির ব্যবস্থাপনা পরিষদের কর্মকর্তাবৃন্দ ও ছাত্রবৃত্তি বাছাই কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গভর্নর মোঃ মোস্তাকুর রহমান একজন শিক্ষার্থীর হাতে অভিনন্দনপত্র তুলে দিচ্ছেন

সম্পাদনা পরিষদ

- **উপদেষ্টা সম্পাদক**
  কাকলী জাহান আহ্‌মেদ
- **সম্পাদক ও প্রকাশক**
  সাঈদা খানম
- **বিভাগীয় সম্পাদক ও সদস্য**
  মহুয়া মহসীন
  আয়েশা-ই-ফাহমিদা খাতুন
  আজিজা বেগম
- **গ্রাফিক্স**
  ইসাবা ফারহীন
- **প্রচ্ছদ**
  তারিক আজিজ

গ্রন্থাগারের আয়োজনে লেকচার সেশন অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের গবেষণা বিভাগের গ্রন্থাগার উপবিভাগের আয়োজনে ৬ মে ২০২৬ তারিখে গ্রন্থাগারে Cite Your Sources: Using LaTex /Mendeley শীর্ষক একটি লেকচার সেশন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক (গবেষণা) ড. মোঃ গোলজারে নবী এবং পরিচালক (গবেষণা) ড. ইমাম আবু সাঈদ। রিসোর্স পারসন হিসেবে সেশন পরিচালনা করেন গবেষণা বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক ড. রিপন রায়। বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

সেশনটিতে গবেষণা/প্রকাশনার সঠিক সাইটেশন ও রেফারেন্সের জন্য বিশ্বব্যাপী সমাদৃত Tools LaTeX এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিবলিওগ্রাফি ও সাইটেশন তৈরি করার কৌশল, গবেষণা ডেটা সংরক্ষণ, সংগঠিত করা, নোট করা, শেয়ার করা এবং উদ্ধৃতিতে সাহায্য করা Tools Mendeley এর ব্যবহার পদ্ধতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

অতিরিক্ত পরিচালক ড. রিপন রায় সেশন পরিচালনা করেন

অর্থবছরের প্রথমার্ধের (জুলাই- ডিসেম্বর ২০২৬) মুদ্রানীতি ঘোষণা

গভর্নর মোঃ মোস্তাকুর রহমান অর্থবছরের প্রথমার্ধের (জুলাই- ডিসেম্বর ২০২৬) মুদ্রানীতি ঘোষণা করেন

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে গভর্নর মোঃ মোস্তাকুর রহমান একটি সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে ৩০ জুন ২০২৬ তারিখে চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধের (জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৬) মুদ্রানীতি ঘোষণা করেন। এ সময় সকল ডেপুটি গভর্নর, বিএফআইইউয়ের প্রধান কর্মকর্তা, চিফ ইকোনোমিস্ট, মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্টের দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক ও পরিচালকসহ ব্যাংকের অন্য সংশ্লিষ্ট নির্বাহী পরিচালক ও পরিচালকবৃন্দ, মুদ্রানীতি প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন গণমাধ্যমের (ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া) সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনের শুরুতে গভর্নর ঘোষিত মুদ্রানীতির গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ উপস্থাপনের জন্য ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমানকে অনুরোধ করেন। সে প্রেক্ষিতে, ডেপুটি গভর্নর একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে মুদ্রানীতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। এরপর গভর্নর নতুন মুদ্রানীতির বিষয়ে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। ঘোষিত মুদ্রানীতির উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

- বরাবরের মতোই ঘোষিত মুদ্রানীতির মূল লক্ষ্য হলো মূল্যস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার পাশাপাশি কাঙ্ক্ষিত জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করা। সে লক্ষ্যে, ২০২৬-২৭ অর্থবছরের ১ম ষাণ্মাসিকের মুদ্রানীতির মূল লক্ষ্য হলো মূল্যস্ফীতিকে ৭.৫ শতাংশে সীমিত রেখে ৬.৫ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করা। মুদ্রানীতির এই লক্ষ্যসমূহ সরকার কর্তৃক ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য ঘোষিত জাতীয় বাজেটের লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- গত অর্থবছরের (২০২৫-২৬) ১ম ষাণ্মাসিকে মূল্যস্ফীতি কিছুটা নিম্নমুখী হলেও ২য় ষাণ্মাসিকের শুরু থেকে তা আবার উর্ধ্বমুখী হতে থাকে। সে বাস্তবতায়, চলতি অর্থবছরে মূল্যস্ফীতিকে কমিয়ে আনার লক্ষ্যে মুদ্রানীতির বিদ্যমান মূল হাতিয়ার হিসেবে নীতি সুদহারকে উচ্চ পর্যায়ে ধরে রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ২০২৬-২৭ অর্থবছরের ১ম ষাণ্মাসিকের জন্য নীতি সুদহার হিসাবে রেপো রেটকে ১০ শতাংশে, স্ট্যান্ডিং লেন্ডিং ফ্যাসিলিটি রেটকে ১১.৫ শতাংশে এবং স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি রেটকে ৭.৫ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।
- বিদ্যমান মুদ্রানীতির কাঠামো অনুযায়ী মুদ্রা সংক্রান্ত সামষ্টিক সূচকসমূহ মূল সূচক হিসাবে ভূমিকা পালন না করলেও কাঙ্ক্ষিত মূল্যস্ফীতি ও জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে মুদ্রা সংক্রান্ত সামষ্টিক সূচকসমূহের প্রক্ষেপণ করা একান্ত প্রয়োজন বলে প্রতীয়মান হয়। ২০২৬-২৭ অর্থ বছরে রিজার্ভ মুদ্রা ১১.০ শতাংশ, ব্যাপক মুদ্রা ১৩.০ শতাংশ, সরকারি খাতে ঋণ ১৭.২ শতাংশ ও বেসরকারি খাতে ঋণ ৮.০ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।
- মুদ্রানীতির লক্ষ্যসমূহ অর্জনে আর্থিক খাতে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা একান্ত প্রয়োজন বলে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু বিগত কয়েক বছর যাবৎ মন্দ ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির সূত্রে তারল্য সংকট দেখা দেওয়ায় আর্থিক খাতে এক চরম অস্থিরতা বিরাজ করছে। এ অস্থিরতা প্রশমণকল্পে ঘোষিত মুদ্রানীতিতে কতিপয় সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বিবেচনা করা হয়েছে। এসব পদক্ষেপের মধ্যে ব্যাংক রেজ্যুলেশন আইন ২০২৬ ও আমানত সুরক্ষা আইন ২০২৬ এর প্রয়োগ নিশ্চিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এছাড়া, ব্যাংকসমূহের ব্যালেন্সশিট ক্লিন করার উদ্দেশ্যে বিশেষ এক্সিট সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার পাশাপাশি ডিস্ট্রেসড এসেট ম্যানেজমেন্ট আইন ২০২৬ প্রণয়ন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
- মূল্যস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি হিসেবে নীতি সুদহারকে দীর্ঘদিন যাবৎ উচ্চ পর্যায়ে ধরে রাখা হলেও তা অদ্যাবধি কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নেমে আসেনি। মূলত বিদ্যমান মূল্যস্ফীতি চাহিদাজনিত কারণের পাশাপাশি যোগানের ঘাটতিজনিত কারণে সৃষ্ট হওয়ায় তা সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নেমে আসেনি বলে প্রতীয়মান হয়। তাই, অর্থনীতির অগ্রাধিকার খাতসমূহে বিশেষ করে কৃষি, সিএমএসএমই ও রপ্তানিমুখী শিল্পের যোগান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ৬০,০০০ কোটি টাকার একটি প্রণোদনা প্যাকেজ গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রণোদনা প্যাকেজ যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে উৎপাদন ও যোগান বৃদ্ধির মাধ্যমে উচ্চ জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি তা পণ্যমূল্যকেও কিছুটা কমাতে সাহায্য করবে বলে আশা করা যাচ্ছে। অন্যদিকে, উক্ত ৬০,০০০ কোটি টাকার মধ্যে ৪১,০০০ কোটি টাকা বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের অতিরিক্ত তারল্য হতে এবং বাকি ১৯,০০০ কোটি টাকা বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব উৎস হতে সরবরাহ করা হবে বিধায় তা ততটা চাহিদা জনিত মূল্যস্ফীতি সৃষ্টি করবে না বলে ধারণা করা হচ্ছে।
- আর্থিক খাতের উন্নত তারল্য ব্যবস্থাপনা, উচ্চ জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও সরকারের রাজস্ব আদায় বৃদ্ধিতে উন্নত পেমেন্ট সিস্টেম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সে লক্ষ্যে, মুদ্রানীতির আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থাকে সর্বজনীন করতে ২০২৬ সালের ৩০ জুনের মধ্যে সকল ব্যাংকের নিজস্ব কিউআর কোড সরিয়ে একক এবং আন্তঃব্যবহারযোগ্য 'বাংলা কিউআর' পদ্ধতিতে রূপান্তরের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
- আলোচ্য মুদ্রানীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কতিপয় বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জসমূহকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংঘাত ও ভূ-রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার সূত্রে আমদানি পণ্য বিশেষ করে জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক বাণিজ্য ও পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হওয়ার বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জের মধ্যে জ্বালানি সরবরাহের অনিশ্চয়তার সূত্রে বিনিয়োগে মন্দাভাব এবং বেসরকারি খাতে ঋণের স্বল্প চাহিদাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে, রেমিট্যান্সের উচ্চ আন্তঃপ্রবাহের সূত্রে বহিঃখাতে কিছুটা ইতিবাচক প্রবণতা আগামী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ইতিবাচক প্রভাব রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

রিপোর্ট: মনিটারি পলিসি এন্ড প্রোগ্রামিং উইং, এমপিডি, প্র.কা.

বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ রিকগনিশন অ্যাওয়ার্ড ২০২২ ও ২০২৩ প্রদান অনুষ্ঠান

২০২২ সালে অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মাঝে গভর্নর মোঃ মোস্তাকুর রহমান ও অন্য ডেপুটি গভর্নরবৃন্দ

বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি উৎসাহিতকরণের পাশাপাশি যোগ্য ও মেধাবী কর্মকর্তাদের স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ রিকগনিশন অ্যাওয়ার্ড, ২০২২ ও ২০২৩' এর পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান প্রধান ভবনের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে ১৫ ও ১৬ জুন ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গভর্নর মোঃ মোস্তাকুর রহমান। ডেপুটি গভর্নর মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গর্ভনর নূরুন নাহার, ড. মোঃ হাবিবুর রহমান, ড. মোঃ কবির আহাম্মদ ও চিফ ইকোনোমিস্ট ড. মোহাম্মদ আক্তার হোসেন। পুরস্কারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও তাদের পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালকবৃন্দ, পরিচালকবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ।

উত্তম কাজের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি ও সেরা কর্মীদের পুরস্কৃত করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ রিকগনিশন অ্যান্ড রিওয়ার্ড পলিসি-২০১৩ প্রণীত হয়। এ নীতিমালার আওতায় কর্মক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ রিকগনিশন অ্যাওয়ার্ড, ২০২২ এর জন্য ৩৬ জন এবং বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ রিকগনিশন অ্যাওয়ার্ড, ২০২৩ এর জন্য ২৯ জন অর্থাৎ সর্বমোট ৬৫ জন কর্মকর্তাকে মনোনীত করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি গভর্নর মোঃ মোস্তাকুর রহমান বলেন, যে কোনো কাজের মূল্যায়ন পাওয়া আনন্দের। তিনি বলেন, যোগ্য, সৎ ও মেধাবী কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মপরিবেশ অন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনন্য এবং ব্যতিক্রমধর্মী। এই আয়োজনের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ যোগ্য কর্মকর্তাদের সম্মানিত ও মূল্যায়িত করা হয়েছে। তিনি পুরস্কারপ্রাপ্তদের পাশাপাশি তাদের পরিবারের সদস্যদের অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, কর্মকর্তাদের পরিশ্রম ও ত্যাগের পাশাপাশি পরিবারের আন্তরিক সহযোগিতা ব্যতীত এই অর্জন সম্ভব নয়। গভর্নর আরও বলেন, এই স্বীকৃতি কর্মকর্তাদের মধ্যে কর্মস্পৃহা ও উদ্দীপনা বাড়াবে। তিনি অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্টসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং এই আয়োজন যেন ভবিষ্যতেও বজায় থাকে সেই আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ডেপুটি গভর্নর ও রিকগনিশন অ্যান্ড রিওয়ার্ড কমিটির চেয়ারম্যান নূরুন নাহার বলেন, সততা ও আন্তরিকতা নিয়ে কাজ করলে সর্বক্ষেত্রেই তার মূল্যায়ন পাওয়া যায়। এই স্বীকৃতি কর্মকর্তাদের আরও দায়িত্বশীল করবে, নতুন আঙ্গিকে চিন্তা ও কাজ করতে প্রেরণা যোগাবে। এই মহতী আয়োজনের মাধ্যমে কর্মকর্তাগণ সৃষ্টিশীল কাজে উৎসাহিত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

সভাপতির বক্তব্যে ডেপুটি গভর্নর মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী বলেন, এই স্বীকৃতি কর্মকর্তাদের মধ্যে নবউদ্দীপনার সঞ্চার করবে এবং অন্য কর্মকর্তাদেরও নবউদ্যমে কাজ করতে উৎসাহিত করবে। অনুষ্ঠানের স্বাগত বক্তব্যে নির্বাহী পরিচালক মোঃ সিরাজুল ইসলাম বলেন, যোগ্য ও মেধাবী কর্মকর্তাদের সম্মানিত করার এই আয়োজন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ইতিবাচক ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখবে।

পুরস্কারপ্রাপ্তদের মধ্যে অনুভূতি প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন পরিচালক মোঃ ইকবাল হোসেন এবং পরিচালক (পিআরএল) মণি শংকর কুন্ডু। অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে পরিচালক মোঃ ইকবাল হোসেন বলেন, প্রতিষ্ঠানের প্রধানের নিকট হতে পাওয়া এই স্বীকৃতি সকলের জন্য সৌভাগ্যের ও গর্বের। অমূল্য এই স্বীকৃতি নিজেদের মধ্যে দায়িত্ববোধ এবং কর্মউদ্দীপনা বৃদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ করবে। পরিচালক (পিআরএল) মণি শংকর কুন্ড বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের চমৎকার কর্মপরিবেশ ও পরিবারের সদস্যদের সহযোগিতা ব্যতীত এ স্বীকৃতি পাওয়া সম্ভব হতো না। উভয় বক্তা অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষকে এবং পুরস্কার প্রাপ্তির পেছনে যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত সকলের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

'বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ রিকগনিশন অ্যাওয়ার্ড, ২০২২' এর জন্য কর্মক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য নয়টি টিমে মোট ৩৬ (ছত্রিশ) জন কর্মকর্তাকে পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়। আন্তঃঅফিস লেনদেনসমূহ সমন্বয়ে Reconciliation Portal বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য মনোনীত হন অতিরিক্ত পরিচালক (আইসিটি) শারমিন জাহান, আয়েশা নূর, অতিরিক্ত পরিচালক খোকন কুমার পাল, যুগ্ম পরিচালক সুজন নাথ ও উপপরিচালক (আইসিটি) সুলতান রিজবি আলম। Paperless Office Management এ Cash-Incentive Management System এর বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য মনোনীত হন অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ রফিকুল ইসলাম, মোঃ মোকাদ্দেম আহমেদ, মোঃ আরাফাত আলি, উপপরিচালক (আইসিটি) মোঃ মাসুদ রানা, মোঃ বেলাল হোসেন ও ত্বাউছুন আখতারী। আন্তঃব্যাংক ক্লিয়ারিং কার্যক্রমকে সহজতর করতে RTGS এর বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য মনোনীত হন অতিরিক্ত

২০২৩ সালে অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মাঝে গভর্নর মোঃ মোস্তাকুর রহমান ও অন্য ডেপুটি গভর্নরবৃন্দ

পরিচালক মুঃ শাহিনুজ্জামান, সাথী রঞ্জন দে, যুগ্ম পরিচালক (আইসিটি) শেখ ইবনে মাসুদ ও সহকারী পরিচালক রাশেদুল হক চৌধুরী। গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বিষয়ে গবেষণাধর্মী পেপার ও প্রেজেন্টেশন এবং মনিটারি পলিসির আধুনিকায়নে যুগোপযোগী ও গ্রহণযোগ্য পূর্বাভাস পদ্ধতি প্রণয়ন এবং তা ব্যবহার করে নিয়মিত প্রক্ষেপণ প্রস্তুতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য মনোনীত হন অতিরিক্ত পরিচালক (গবেষণা) তারেক আজিজ, অলোক রায়, যুগ্ম পরিচালক (গবেষণা) নাবিলা ফাহরিয়া, মোঃ মাসুদুর রহমান, উপপরিচালক (গবেষণা) রূপক চাঁদ দাশ ও সাজ্জাদ হোসেন। কর্মসংস্থান ব্যাংককে আধুনিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য মনোনীত হন অতিরিক্ত পরিচালক রোজিনা আক্তার মুস্তাফী, অসীম কুমার চন্দ, যুগ্ম পরিচালক মোঃ আকরাম হোসেন, মোঃ সাগর সরকার ও উপপরিচালক মোঃ মেহেদী হাসান সোহাগ। দি প্রিমিয়ার ব্যাংকের অনিয়ম উদ্ঘাটনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য মনোনীত হন পরিচালক মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন, অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ রেজাউল করিম ও যুগ্ম পরিচালক মোঃ জোবাইর হোসেন। FEID Web Portal and Online One Stop Service System (OSS) এর বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তি এবং সেবা গ্রহণ সহজীকরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য মনোনীত হন অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ আমিরুল ইসলাম, যুগ্ম পরিচালক আব্দুল্লাহ আল মামুন ও শেখ মুকিতুল ইসলাম। স্টক এক্সচেঞ্জের ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে বন্ডের লেনদেন কার্যক্রম চালুকরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য মনোনীত হন যুগ্ম পরিচালক তৌফিকুর রহমান ও সহকারী পরিচালক (আইসিটি) সাব্বির হোসাইন মিরাজ। Issue Accounting System (Chest Management System) বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য মনোনীত হন যুগ্ম পরিচালক মোঃ হারুন-অর-রশিদ ও সহকারী পরিচালক মোঃ আব্দুর রহমান ফয়সাল।

'বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ রিকগনিশন অ্যাওয়ার্ড, ২০২৩' এর জন্য কর্মক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য নয়টি টিমে মোট ২৯ (উনত্রিশ) জন কর্মকর্তাকে পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়। এসএমইডিপি-২ প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য মনোনীত হন অতিরিক্ত পরিচালক প্রশান্ত মোহন চক্রবর্তী। এসএমই খাতে নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য কর্মসংস্থান সৃজন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য মনোনীত হন অতিরিক্ত পরিচালক মুহাম্মদ জাহিদ ইকবাল।

আমানত বীমা আইন ২০০০ অনুযায়ী ব্যাংক হতে প্রিমিয়াম সংগ্রহ এবং আমানত বীমা ট্রাস্ট তহবিল পরিচালনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য মনোনীত হন যুগ্ম পরিচালক মোছাঃ তানিয়া সুলতানা, কনিকা রায় ও সহকারী পরিচালক মহুয়া শাহ্জাদী। পদোন্নতি নীতিমালা প্রণয়ন, নিয়োগ এবং আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় উন্নয়নের মাধ্যমে আর্থিক ব্যবস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার জন্য মনোনীত হন অতিরিক্ত পরিচালক মাহবুবুর রহমান, যুগ্ম পরিচালক মোঃ নাহিদ পারভেজ ও উপপরিচালক খাব্বাব হোসাইন মোঃ আদনান। CIB সিস্টেমকে রিয়েল-টাইম Credit Information System (CIS) সিস্টেমে রূপান্তরকরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য মনোনীত হন অতিরিক্ত পরিচালক মোহাম্মদ শাহরিয়ার হাবীব, ড. মোহাম্মদ বজলুল করীম, যুগ্ম পরিচালক লুৎফাতুন নেসা, মোঃ সফিকুল ইসলাম, উপপরিচালক মোঃ নাজমুল হাসান ও সহকারী পরিচালক মোঃ সাঈদ হাসান। সিপিএফভুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের 'বিশেষ আর্থিক সুবিধা' প্রদান প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য মনোনীত হন অতিরিক্ত পরিচালক (পিআরএল) চঞ্চল কুমার ঘোষ, অতিরিক্ত পরিচালক অনুজ ভৌমিক ও যুগ্ম পরিচালক মানসুরুন নাহার। বৈদেশিক মুদ্রার বাজার ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য মনোনীত হন অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ আবদুল আওয়াল চৌধুরী, যুগ্ম পরিচালক মাহমুদ তায়হান, মু. নুরুউদ্দিন হায়দার ও উপপরিচালক মোঃ ওয়ালিউর রহমান। Financial Inclusion Rating (FInR) নীতিমালা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য মনোনীত হন যুগ্ম পরিচালক গোলাম সারোয়ার, এস এম যুবায়ের হোসেন ও উপপরিচালক মোঃ শামীম আল-মামুন। পোশাক শিল্পের টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়নে সহায়তা প্রকল্পে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার জন্য মনোনীত হন পরিচালক (পিআরএল) মনি শংকর কুন্ডু, অতিরিক্ত পরিচালক কুমকুম সুলতানা, ফারহানা শারমীন, মোঃ ইলিয়াস হোসেন ও যুগ্ম পরিচালক এম. আব্দুল্লাহ মুকতাদির।

পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রত্যেক কর্মকর্তাকে গভর্নর কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি সম্মাননাপত্র, একটি পদক এবং ২৫ হাজার টাকা মূল্যমানের প্রাইজবন্ড প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার জন্য লেখা আহ্বান

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার জন্য অর্থনীতি, ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্স বিষয়ে নিবন্ধ, গল্প এবং ভ্রমণ বিষয়ক লেখা আহ্বান করা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে নিবন্ধ ১০০০-১২০০, ভ্রমণ ১০০০-১২০০ ও গল্প ৭০০-১০০০ শব্দসীমার মধ্যে চলতি মাসের ২০ তারিখের মধ্যে লেখা পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে। লেখা পাঠানোর ঠিকানা: পরিচালক, ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-১০০০। এছাড়া ই-মেইলে লেখা পাঠানোর ঠিকানা: aziza.begum@bb.org.bd

ডেপুটি গভর্নরের বিদায় সংবর্ধনা

ডেপুটি গভর্নর হিসেবে নির্ধারিত মেয়াদ পূর্ণ হওয়ায় নূরুন নাহারকে বাংলাদেশ ব্যাংক পর্ষদের পক্ষ থেকে সম্প্রতি বিদায় সংবর্ধনা জানানো হয়। পর্ষদের পক্ষ থেকে গভর্নর মোঃ মোস্তাকুর রহমান ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহারকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

গভর্নর মোঃ মোস্তাকুর রহমান পর্ষদের পক্ষ থেকে ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহারকে বিদায় সংবর্ধনা জানান

নির্বাহী পরিচালকদের বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংকের দশজন নির্বাহী পরিচালকের অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে সচিব বিভাগের উদ্যোগে ১৯ মে ২০২৬ তারিখ প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে এক বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গভর্নর মোঃ মোস্তাকুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গর্ভনর নূরুন নাহার, ড. মোঃ হাবিবুর রহমান, মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী ও ড. কবির আহাম্মদ এবং বিএফআইইউ প্রধান ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ মামুন ও প্রধান অর্থনীতিবিদ মোহাম্মদ আক্‌তার হোসেন। নির্বাহী পরিচালক মনোজ কুমার হাওলাদারের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন অবসর উত্তর ছুটিতে গমনকারী নির্বাহী পরিচালক এবং বর্তমানে কর্মরত নির্বাহী পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তাগণ।

অবসরপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালকদের মাঝে গভর্নর মোঃ মোস্তাকুর রহমান ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ

প্রধান অতিথির বক্তব্যে গভর্নর মোঃ মোস্তাকুর রহমান বলেন, সুদীর্ঘ কর্মজীবন সম্পন্ন করে সফল কর্মকর্তা হিসেবে অবসরে যাওয়া নিঃসন্দেহে সৌভাগ্যের বিষয়। আপনাদের রেখে যাওয়া লিগ্যাসি বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল কর্মকর্তার কাজের মাধ্যমে প্রবাহমান থাকবে। গভর্নর আরও বলেন, দেশ ও অর্থনীতির প্রয়োজনে যখনই আপনাদের সহযোগিতার প্রয়োজন পড়বে বাংলাদেশ ব্যাংক সর্বদাই আপনাদের মূল্যবান অবদান প্রত্যাশা করবে। গভর্নর বিদায়ী অতিথিদের অবসর জীবনে পছন্দের ও ভালো লাগার কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকার পরামর্শ দেন। তিনি বিদায়ী নির্বাহী পরিচালকদের সুদীর্ঘ কর্মজীবন ও তাদের অবদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানান।

সভাপতির বক্তব্যে ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার বলেন, কর্মজীবন অতিক্রান্ত হওয়ার পর সবাইকে অবসর জীবন বরণ করে নিতে হয়। এই অবসর জীবনে বিদায়ী অতিথিগণ আনন্দময় কাজে সময় কাটাবেন বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি তার বক্তব্যে বিদায়ী অতিথিদের সাথে বিভিন্ন কর্মঅভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণ করেন।

ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমান বলেন, সুস্থতার সাথে কর্মজীবন শেষ করা জীবনের অন্যতম প্রাপ্তি। তিনি বিদায়ী অতিথিদের অবসর জীবনের এই পর্যায়ে ধর্মীয় এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের ব্যস্ত রাখতে তিনি পরামর্শ দেন।

ডেপুটি গভর্নর মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী বলেন, কর্মজীবন থেকে অবসরে গেলেও সমাজ এবং রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব পালনের সুযোগ থাকে। দীর্ঘ কর্মঅভিজ্ঞতার আলোকে বিভিন্ন মাধ্যমে লেখালেখি করলে সেই ইতিবাচক মতামত রাষ্ট্রের নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ কবির আহাম্মদ বলেন, বিদায়ী অতিথিদের কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা ও গঠনমূলক মতামত প্রকাশের মাধ্যমে দেশ ও নতুন প্রজন্ম উভয়ই উপকৃত হবে।

বিএফআইইউ প্রধান ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ মামুন বলেন, চাকরিজীবনের সর্বোচ্চ পদে থেকে সম্মানের সাথে কর্মজীবন থেকে অবসরে যাওয়া সৃষ্টিকর্তার অশেষ নিয়ামত।

বিদায় অনুষ্ঠানে সকল বক্তা বিদায়ী অতিথিদের সুদীর্ঘ কর্মজীবন ও অবদানের জন্য কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান এবং তাদের অবসর জীবনের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন। পাশাপাশি অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য সচিব বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান। বিদায়ী নির্বাহী পরিচালকবৃন্দের মধ্যে ড. মোঃ এজাজুল ইসলাম এবং বিষ্ণুপদ কর তাদের কর্মজীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও স্মৃতিচারণ করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে বিদায়ী নির্বাহী পরিচালকদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও কর্মজীবন সম্পর্কে উপস্থাপন করা হয়।

পরে বিদায়ী অতিথিদের ফুল দিয়ে সংবর্ধনা, ক্রেস্ট ও উপহারসামগ্রী প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে গভর্নর সকল অতিথি ও বিদায়ী অতিথিদের সাথে ফটোসেশন ও মধ্যাহ্নভোজে অংশগ্রহণ করেন।

অবসর উত্তর ছুটিতে গমনকারী নির্বাহী পরিচালকগণ হলেন ঃ বিষ্ণুপদ কর, এস. এম. আব্দুল হাকিম, মোঃ নিয়ামূল কবীর, মোঃ আমিনুল ইসলাম, ড. মোঃ এজাজুল ইসলাম, মোঃ মজিবুর রহমান, মোঃ খসরু পারভেজ, মোঃ আমির উদ্দিন, মধুসূদন বণিক এবং মোঃ মাহবুব উল হক।

বাংলা কিউআর (Bangla QR) প্রচারণা কর্মসূচি

বাংলা কিউআর প্ল্যাকার্ড হাতে গভর্নর মোঃ মোস্তাকুর রহমান, ডেপুটি গভর্নরবৃন্দ ও বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংকের ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ও এমডিবৃন্দ

Bangla QR এর মাধ্যমে লেনদেন প্রসারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ১ জুলাই ২০২৬ তারিখ থেকে সারাদেশে বাংলা কিউআর (Bangla QR) কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ও বাস্তবায়ন উপলক্ষে ১০ জুন ২০২৬ তারিখ বাংলাদেশ ব্যাংক চত্বরে তফসিলি ব্যাংক, মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস প্রোভাইডার (MFS), পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডার (PSP), পেমেন্ট সিস্টেমস অপারেটর (PSO) এর প্রধান নির্বাহীগণের অংশগ্রহণে একটি প্রচারণা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মোঃ মোস্তাকুর রহমান এ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশের তফসিলি ব্যাংক, মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস প্রোভাইডার (MFS), পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডার (PSP), পেমেন্ট সিস্টেমস অপারেটর (PSO) এর প্রধান নির্বাহীগণের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর একটি ফটোসেশনে অংশগ্রহণ করেন।

এই উদ্যোগের মাধ্যমে গ্রাহক, ব্যবসায়ী ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বাংলা কিউআর ব্যবহারের সুবিধা ও গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে বলে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা আশা প্রকাশ করেন। আন্তঃব্যাংক ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থাকে আরও সহজ, দ্রুত, নিরাপদ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক সংশ্লিষ্ট সকল ব্যাংক ও অংশীজনের সহযোগিতায় ব্যাপক প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করে। বাংলা কিউআরের সফল বাস্তবায়ন দেশের ডিজিটাল লেনদেন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বাংলা কিউআর (Bangla QR) মেলা

ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার বাংলা কিউআর মেলার উদ্বোধন করেন

Bangla QR লেনদেন বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল স্তরের কর্মকর্তার অংশগ্রহণে ২৫ জুন ২০২৬ তারিখ ব্যাংক প্রাঙ্গণে দিনব্যাপী এক বিশেষ ক্যাম্পেইনের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের আয়োজনে ও Dutch Bangla Bank এর সহযোগিতায় ক্যাম্পেইনটি অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার এ ক্যাম্পেইন উদ্বোধন করেন। এ সময় ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমান, মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী এবং ড. মোঃ কবির আহাম্মদ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, বিএফআইইউ প্রধান ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ মামুন, বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্রসহ অন্য নির্বাহী পরিচালক ও পরিচালকগণ এবং Dutch Bangla Bank এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ এহতেশামুল হক খানসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

ক্যাম্পেইনে FMCG প্রতিষ্ঠান হিসেবে Unilever Bangladesh, ACI Logistics Ltd. (Shwapno), Unimart, Savoy Ice-cream, RFL Group ও Arla Foods Bangladesh Ltd. এর অস্থায়ী বিপণন কেন্দ্র স্থাপন করা হয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী Bangla QR ব্যবহার করে লেনদেন করেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা বাংলা কিউআর কোড স্ক্যান করে পণ্য কিনছেন

১ম সমন্বিত বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স: উপসহকারী পরিচালকের উদ্বোধন

প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার, নির্বাহী পরিচালক ও অন্য কর্মকর্তাগণ

প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার, নির্বাহী পরিচালক ও অন্য কর্মকর্তাগণ

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমিতে ১ম সমন্বিত বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স: উপসহকারী পরিচালকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ১৪ জুন ২০২৬ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির এ. কে. এন. আহমেদ অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়।

বিবিটিএর পরিচালক ও ব্যাচ-১-এর প্রোগ্রাম ডিরেক্টর মোহাম্মদ আমিনুর রহমান চৌধুরী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিবিটিএর নির্বাহী পরিচালক মোঃ ওবায়েদ উল্যা চৌধুরী। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে ১ম সমন্বিত বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স: উপসহকারী পরিচালকের ব্যাচ-২-এর প্রোগ্রাম ডিরেক্টর খন্দকার আলি কামরান আল জাহীদ, চিফ কোর্স কো-অর্ডিনেটর ও একাডেমির অতিরিক্ত পরিচালক এ.বি.এম. আনিসুজ্জামান এবং সৈয়দ গোলাম শাহজারুল আলম, বিবিটিএর বিভিন্ন উইংয়ের পরিচালক, অনুষদ সদস্য, কর্মকর্তা এবং প্রশিক্ষণার্থীগণ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার বলেন, একজন দক্ষ ও আদর্শ ব্যাংক কর্মকর্তা হিসেবে গড়ে উঠতে জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির ধারাবাহিক উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ। তিনি প্রশিক্ষণার্থী ও সহকর্মীদের আত্মোন্নয়নের মাধ্যমে পেশাগত উৎকর্ষ সাধনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বিবিটিএর নির্বাহী পরিচালক মোঃ ওবায়েদ উল্যা উপসহকারী পরিচালকদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রথমবারের মতো শারীরিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এবং একাডেমিক বিষয়ে নতুন ধরনের কিছু মূল্যায়ন ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিষয়ে অবহিত করেন। প্রশিক্ষণার্থীদের পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতায় ধারাবাহিক মানোন্নয়নের পাশাপাশি শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতেও সহায়ক হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। এরপর প্রশিক্ষণার্থীগণ এবং বিবিটিএর অনুষদ সদস্যবৃন্দ নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন। স্বাগত বক্তব্যে ব্যাচ-১-এর চিফ কোর্স কো-অর্ডিনেটর ও অতিরিক্ত পরিচালক এ.বি.এম. আনিসুজ্জামান এবং ব্যাচ-২-এর চিফ কোর্স কো-অর্ডিনেটর ও অতিরিক্ত পরিচালক সৈয়দ গোলাম শাহজারুল আলম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের বিভিন্ন দিক ও কার্যক্রম সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের সম্যক ধারণা প্রদান করেন।

সবশেষে সভাপতি ও একাডেমির পরিচালক মোহাম্মদ আমিনুর রহমান চৌধুরী অনুষ্ঠানটি আয়োজনের জন্য বিবিটিএর সকল অনুষদ সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং নবাগত প্রশিক্ষণার্থীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

SPCSSECP এর উদ্যোগে সেমিনার অনুষ্ঠিত

সেমিনারের বিশেষ অতিথি ও অন্য অতিথিবৃন্দ

Asian Development Bank (ADB) এর অর্থায়নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থমন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন Supporting Post COVID-19 Small Scale Employment Creation Project (SPCSSECP) এর উদ্যোগে Dissemination Seminar on Inclusive Finance and Enterprise Development শীর্ষক অনুষ্ঠান ১১ জুন ২০২৬ তারিখ বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাহী পরিচালক এবং প্রকল্প পরিচালক মনোজ কুমার হাওলাদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের যুগ্মসচিব খাদিজা পারভীন। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের Project Management Unit (PMU) এর বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তাগণ, অংশগ্রহণকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রতিনিধিগণ এবং SPCSSECP এর TA Project এর Team Leader Mr. Ali Sabet এবং সুপ্রিয় ভট্টাচার্য্যসহ প্রকল্পের আওতায় ঋণ সুবিধাপ্রাপ্ত দু'জন সফল উদ্যোক্তা উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন সম্প্রসারণ, নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষমতায়ন এবং স্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে SPCSSECP-এর অবদানের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, এ ধরনের উদ্যোগ দেশের ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি জোরদার করার পাশাপাশি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সেমিনারে প্রকল্পের আওতায় গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম, অর্জিত সাফল্য, শিক্ষা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন ও উদ্যোক্তা উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রকল্পটির অবদান তুলে ধরা হয়।

এসময়ে কোভিড-১৯ মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত বেকার যুবক, প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মী এবং গ্রামীণ উদ্যোক্তাদের বিশেষত নারী উদ্যোক্তাদের পুনর্বাসন ও তাদের দ্বারা পরিচালিত কটেজ, মাইক্রো এবং স্মল এন্টারপ্রাইজসমূহকে (CMSEs) আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে প্রকল্পের ভূমিকা বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অংশগ্রহণকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে সম্মাননা সনদ প্রদান করা হয়। কর্মসংস্থান ব্যাংককে সর্বাধিক সংখ্যক উদ্যোক্তাদের মাঝে ঋণ বিতরণের অনবদ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ Certificate of Outstanding Achievement এবং ব্যাংক এশিয়া পিএলসিকে প্রকল্প বাস্তবায়নে উৎকর্ষের নিদর্শনস্বরূপ Certificate of Recognition of Excellence প্রদান করা হয়। এছাড়া, অংশগ্রহণকারী অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাজের মূল্যায়নস্বরূপ Certificate of Appreciation প্রদান করা হয়। একইসঙ্গে, প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে প্রত্যক্ষভাবে কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য PMU এর কর্মকর্তাদেরও Certificate of Appreciation প্রদান করা হয়।

উল্লেখ্য, আলোচ্য প্রকল্প হতে সাতটি ব্যাংক ও চারটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত টার্গেট গ্রুপের আওতায় CMSEs খাতে প্রদত্ত ঋণ সুবিধার বিপরীতে ১,৬১০.৯৭ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়। এই ঋণ কোভিডে ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের আর্থসামাজিক অবস্থা উন্নয়নের পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ইতোমধ্যে ৩৩,৪৫১ জন উদ্যোক্তার মাঝে ঋণ বিতরণের মাধ্যমে ৫৪,৪৭০ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে নারী উদ্যোক্তাদের সংখ্যা ছিল ১২,৪৬৫ যা প্রকল্পের মোট উদ্যোক্তার ৩৭.২৬% শতাংশ।

CIBRR-1 Socio-Economic Development Sukuk
ইস্যু সংক্রান্ত সুকুকে প্রায় ১২.৩০ গুণ আবেদন

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের পল্লি সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ (১ম সংশোধিত) (CIBRR-1)' প্রকল্পের বিপরীতে ৮ম বাংলাদেশ সরকার বিনিয়োগ সুকুক ইস্যুর নিলাম ১৩ মে ২০২৬ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্য নিলামে ৫,৯০০.০০ (পাঁচ হাজার নয়শত) কোটি টাকা অভিহিত মূল্যের সাত বছর মেয়াদি ইজারা সুকুক (বার্ষিক ১০.৪০% ভাড়া হারে) ইস্যুর বিপরীতে শরিয়াহ্‌ভিত্তিক ব্যাংক/ফাইন্যান্স কোম্পানি এবং কনভেনশনাল ব্যাংকের ইসলামিক ব্রাঞ্চ/উইন্ডোজসহ ব্যক্তিপর্যায়ের বিনিয়োগকারী ও বিভিন্ন প্রভিডেন্ড ফান্ড সর্বমোট ৭২,৫৯৭.৯৪ কোটি টাকার বিড দাখিল করে। অকশনে ঘোষিত পরিমাণ অপেক্ষা দাখিলকৃত বিডের পরিমাণ প্রায় ১২.৩০ গুণ বেশি হওয়ায় নির্ধারিত আনুপাতিক হারে বিনিয়োগকারীদের অনুকূলে সুকুক বরাদ্দ দেয়া হয়। উল্লেখ্য, প্রথমবারের মতো সুকুকের অকশন বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব সফটওয়্যার Shariah Securities Module (SSM) এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়।

সুকুক ইস্যুর মাধ্যমে সরকার শরিয়াহ্‌ভিত্তিক ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানিসমূহের তারল্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পে ব্যবহার করেছে। পাশাপাশি শরিয়াহ্‌ভিত্তিক ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানিগুলোর বিনিয়োগের বিকল্প ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছে। সুকুকের মাধ্যমে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হিসেবে ব্যক্তিপর্যায়ের বিনিয়োগকারীদের জন্যও শরিয়াহ্‌ভিত্তিক ইনস্ট্রুমেন্টে বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি হয়েছে। ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানিসমূহ তাদের ক্রয়কৃত সুকুক Statutory Liquidity Reserve (SLR) হিসেবে ব্যবহার এবং শরিয়াহ্‌ ভিত্তিক ব্যাংক এবং কনভেনশনাল ব্যাংকের ইসলামিক ব্রাঞ্চ ও উইন্ডোজ তাদের ধারণকৃত সুকুক জামানত রেখে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে 'Islamic Banks Liquidity Facility (IBLF)' গ্রহণ করতে পারছে। ১৪ মে ২০২৬ তারিখ হতে শরিয়াহ্‌ভিত্তিক ব্যাংক/ফাইন্যান্স কোম্পানি ও শরীয়াহ্‌ভিত্তিক বীমা কোম্পানি, কনভেনশনাল ব্যাংক ও বীমা কোম্পানি, কনভেনশনাল ব্যাংকের ইসলামিক ব্রাঞ্চ/উইন্ডোজসহ ব্যক্তি বিনিয়োগকারীগণ সেকেন্ডারি মার্কেটে এ সুকুক ক্রয়/বিক্রয় করতে পারছে। উল্লেখ্য, ব্যক্তিপর্যায়ের বিনিয়োগকারী, প্রভিডেন্ট ফান্ড, মিউচুয়াল ফান্ড, ডিপোজিট ইস্যুরেন্স প্রভৃতি শ্রেণিতে মোট ১০১১ টি সফল বিডের বিপরীতে ৪৪১.৬২ কোটি টাকার সুকুক বরাদ্দ দেয়া হয়।

পুনঃ অর্থায়ন তহবিলের আওতায় অংশগ্রহণ চুক্তি স্বাক্ষর

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গঠিত তিন হাজার কোটি টাকার 'Cluster Financing Scheme' এবং ১৫০০ কোটি টাকার 'Financial Sector Fund for the Development of Micro, Small and Medium Enterprises (FSFDMSME)' শীর্ষক পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের আওতায় উদ্যোক্তাদের অনুকূলে ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানের জন্য ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পনির সাথে অংশগ্রহণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান ১৮ মে ২০২৬ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়।

ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহারের সভাপতিত্বে ও নির্বাহী পরিচালক হুসনে আরা শিখার উপস্থিতিতে ২৪টি ব্যাংক ও পাঁচটি ফাইন্যান্স কোম্পানির সাথে এই অংশগ্রহণ চুক্তিগুলো স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষে এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্টের পরিচালক নওশাদ মোস্তাফা এবং ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানির পক্ষে স্ব স্ব ব্যবস্থাপনা পরিচালকগণ এই চুক্তি স্বাক্ষর করেন। অনুষ্ঠানে এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস ডিপার্টমেন্টের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এবং ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানিসমূহের এসএমই বিভাগের প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার সভাপতিত্ব করেন

আলোচ্য চুক্তি অনুযায়ী বিভিন্ন ব্যাংক বা ফাইন্যান্স কোম্পানির মাধ্যমে উদ্যোক্তারা Cluster Financing Scheme এবং FSFDMSME শীর্ষক তহবিল হতে সর্বোচ্চ ৭% সুদ/মুনাফা হারে মেয়াদি ও চলতি মূলধন ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহণ করতে পারবেন। সার্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায়, নতুন গঠিত এ দু'টি পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের মাধ্যমে সিএমএসএমই খাতে বিশেষত ক্লাস্টার অর্থায়ন সুবিধা প্রাপ্তির পথ সহজ করার পাশাপাশি এ খাতের কার্যকর বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সহায়ক হবে।

FDIPP এর উদ্যোগে সেমিনার ও এক্সিকিউটিভ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম

Foreign Direct Investment Promotion Project (FDIPP) শীর্ষক প্রকল্পের উদ্যোগে ২৭ জুন ২০২৬ তারিখে সিলেটের স্থানীয় একটি হোটেলে একটি প্রমোশনাল সেমিনার ও এক্সিকিউটিভ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। পরিচালক (এফডিআইপিপি) ও প্রকল্প পরিচালক প্রদীপ রঞ্জন দেবনাথের সভাপতিত্বে এ সেমিনার ও এক্সিকিউটিভ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের নির্বাহী পরিচালক হুসনে আরা শিখা এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন সিলেট অফিসের নির্বাহী পরিচালক খালেদ আহমদ। অনুষ্ঠানে সিলেট চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, সিলেট মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, সিলেট ওমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, বাংলাদেশ আগর ও আতর উৎপাদনকারী ও রপ্তানিকারী অ্যাসোসিয়েশন এবং বাংলাদেশ টি অ্যাসোসিয়েশনসহ বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া প্রকল্পের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ পিএফআই-এর কর্মকর্তাগণ, ঋণগ্রহীতা (End-borrower), জাপানে সম্ভাব্য রপ্তানিকারকগণ এবং প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

প্রধান অতিথি নির্বাহী পরিচালক হুসনে আরা শিখা সিলেটের উদ্যোক্তাদের রপ্তানিখাতে বিশেষ করে জাপানে রপ্তানির বিষয়ে সময়োপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ করার পরামর্শ প্রদান করেন। জাপানকে বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু হিসেবে উল্লেখ করে তিনি প্রকল্পের তথ্য সকলের নিকট পৌঁছে দেয়ার আহ্বান জানান। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে নির্বাহী পরিচালক খালেদ আহমদ আলোচ্য প্রোগ্রামটি সিলেটে আয়োজন করার জন্য FDIPP-কে ধন্যবাদ জানান।

অনুষ্ঠানের শুরুতে সভাপতি ও প্রকল্প পরিচালক প্রদীপ রঞ্জন দেবনাথ স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং সেমিনারের উদ্দেশ্য সংক্ষেপে তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানের মূল অংশের প্রথম সেশনে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের অতিরিক্ত পরিচালক ও FDIPP এর উপ-প্রকল্প পরিচালক কামরুল ইসলাম এফডিআইপিপির কর্মপরিধি এবং ঋণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিস্তারিত উপস্থাপনা প্রদান করেন। পরবর্তী সেশনে প্রকল্পের উপ-পরিচালক ও প্রকল্প কর্মকর্তা মোঃ অলিউল্লাহ ভূঁইয়া প্রকল্প হতে অর্থায়ন আবেদনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন।

বিশেষ সম্মাননা লাভ

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশনস এন্ড পাবলিকেশন্সের উপপরিচালক মোঃ জুলকার নাঈম সম্প্রতি Public Relations Society of India (PRSI), Kolkata Chapter কর্তৃক National PR Day 2026 উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে একটি সম্মানসূচক পুরস্কার লাভ করেছেন। Public Relations বিষয়ে একাডেমিক কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে এ সম্মাননা প্রদান করা হয়। তিনি ভারতের Adamas University থেকে M.A. in Journalism and Mass Communication প্রোগ্রামে Public Relations কোর্সে ৯১ নম্বর অর্জন করেন। তিনি ভারতে অধ্যয়নের সময় Communication Economics বিষয়ে গবেষণা কাজে অংশ নেন।

বাংলাদেশ অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন কর্তৃক আয়োজিত ৪৯তম জাতীয় অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা ১৭-১৯ মে ২০২৬ তারিখে জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের উপসহকারী পরিচালক মোঃ আব্দুর রহিম অংশগ্রহণ করেন। এই প্রতিযোগিতায় তিনি ১০০ মিটার ও ২০০ মিটার স্প্রিন্টে অংশ নেন।

রিস্ক বেইজড সুপারভিশন বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন

আরবিএস কর্মশালায় প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি ও অন্য অতথিবৃন্দ

ব্যাংকিং খাতে ঝুঁকি ও তথ্যভিত্তিক আধুনিক সুপারভিশন সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে ও International Finance Corporation-এর সহযোগিতায় Risk-Based Supervision (RBS) শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা ১৯-২১ জুন ২০২৬ তারিখ শ্রীমঙ্গলের স্থানীয় একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ কবির আহাম্মদ। এছাড়া International Finance Corporation ও বিশ্বব্যাংকের পরামর্শকগণ, বাংলাদেশ ব্যাংকের ১৯টি রেগুলেটরি ও সুপারভাইজরি বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক ও পরিচালকবৃন্দসহ ১৬০ জন কর্মকর্তা এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। প্রধান অতিথি উদ্বোধনী বক্তব্যে বাংলাদেশ ব্যাংককে আরও কার্যকর, দূরদর্শী ও বিশ্বাসযোগ্য প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করার লক্ষ্যে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান। বিশেষ অতিথি ঝুঁকিভিত্তিক সুপারভিশন (RBS) বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের সুপারভাইজরদের দক্ষতা, সততা এবং পেশাদারিত্বের সাথে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

কর্মশালায় মোট আটটি টেকনিক্যাল সেশন, কেস স্টাডি, প্যানেল আলোচনা ও ইন্টারঅ্যাকটিভ সেশন অনুষ্ঠিত হয়। আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে পরিচালিত সেশনগুলোতে RBS বাস্তবায়ন অগ্রগতি, কম্পোজিট রিস্ক রেটিং নির্ধারণ ও স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন, আধুনিক অন-সাইট ও অফ-সাইট সুপারভিশন টুলস, ডাটা কোয়ালিটি ব্যবস্থাপনা, সুপারভাইজরি ইন্টারভেনশন ফ্রেমওয়ার্ক, Prompt Corrective Action (PCA) এবং RBS বাস্তবায়নের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও চ্যালেঞ্জ বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

কর্মশালায় বাংলাদেশ ব্যাংকের সুপারভিশন বিভাগের কর্মকর্তাদের ঝুঁকি মূল্যায়ন সক্ষমতা ও RBS ফ্রেমওয়ার্কের আওতায় মূল সুপারভাইজরি ডকুমেন্ট, যেমন- ব্যাংক প্রোফাইল, রিস্ক প্রোফাইল, স্কোপ ডকুমেন্ট এবং মডেল রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট প্রণয়নে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

CAFDRIRP Socio-Economic Development Sukuk এর নিলাম অনুষ্ঠিত

'ঘূর্ণিঝড় আম্পান ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পল্লি সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (CAFDRIRP)' [Cyclone Amphan & Flood Damage Rural Infrastructure Rehabilitation Project (1st Revised)] এর নির্মাণ ও উন্নয়নের জন্য পাঁচ বছর মেয়াদি ৯ম 'বাংলাদেশ সরকার বিনিয়োগ সুকুক' 'CAFDRIRP Socio-Economic Development Sukuk' ইস্যুর সিদ্ধান্ত হয়। ইতোমধ্যে এ লক্ষ্যে প্রণীত প্রসপেক্টাস ও শরিয়াহ্ ঘোষণাপত্র ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের অধীন গঠিত শরিয়াহ্ এডভাইজরি কমিটির অনুমোদনক্রমে চূড়ান্ত করা হয়। আলোচ্য সুকুকের অকশন ২২ জুন ২০২৬ তারিখ বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব সফটওয়্যার Shariah Securities Module (SSM) এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। প্রসপেক্টাস অনুযায়ী অকশনের মাধ্যমে ৫,৬০০.০০ (পাঁচ হাজার ছয়শত) কোটি টাকা অভিহিত মূল্যের (Face Value) সুকুক ইজারা পদ্ধতিতে ইস্যু করা হয় যার মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ ২৩ জুন ২০৩১। এ সুকুকে বিনিয়োগের বিপরীতে বিনিয়োগকারীদেরকে পাঁচ বছরে ভাড়া বাবদ সর্বমোট ২,৭৩০ কোটি টাকা যা বার্ষিক ৯.৭৫% হিসেবে ষাণ্মাষিক ভিত্তিতে পরিশোধ করা হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে চলতি/আল-ওয়াদিয়াহ্ চলতি হিসাব রয়েছে এরূপ সকল ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানি সরাসরি নিলামে অংশগ্রহণ করে। এছাড়া, দেশি-বিদেশি ব্যক্তিপর্যায়ের বিনিয়োগকারীসহ কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান, ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি, বীমা কোম্পানি, প্রভিডেন্ট ফান্ড ও ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স ফান্ড বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে চলতি/আল-ওয়াদিয়াহ্ চলতি হিসাব রয়েছে এরূপ ব্যাংক/ফাইন্যান্স কোম্পানির মাধ্যমে নিলামে অংশগ্রহণ করে। বিনিয়োগকারীগণ ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকার গুণীতক পরিমাণে সুকুক ক্রয়ের জন্য ২২ জুন ২০২৬ তারিখ সকাল দশটা হতে বিকাল তিনটার মধ্যে Shariah Securities Module (SSM) এ তাদের Sukuk Investor (SI) ID এর বিপরীতে অনলাইনে বিড দাখিল করেন। আলোচ্য সুকুকে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নতুন বিনিয়োগকারীগণ ২১ জুন ২০২৬ তারিখের মধ্যে তাদের সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করে SIID খোলার কাজ সম্পন্ন করেন। বিডে কৃতকার্য বিডারদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত সুকুকের পরিমাণ ২২ জুন ২০২৬ বিকাল চারটায় তাদের স্ব স্ব আইডিতে পাওয়া যায়।

নিলাম অনুষ্ঠানে অন্যদের সাথে ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ কবির আহাম্মদ

নির্বাহী পরিচালক পদে পদোন্নতি

বাংলাদেশ ব্যাংক, বরিশাল অফিসের পরিচালক মোঃ আবুল বসার ৩ মে ২০২৬ তারিখে নির্বাহী পরিচালক পদে পদোন্নতি লাভ করেন। মোঃ আবুল বসার ২৪ মার্চ ১৯৯৯ তারিখে সহকারী পরিচালক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদান করেন। দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন বিভাগ, অ্যান্টি মানি লন্ডারিং ডিপার্টমেন্ট (বর্তমান BFIU), ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি, একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্টে বিভিন্ন পদে এবং সর্বশেষ বাংলাদেশ ব্যাংক, বরিশাল অফিসের পরিচালক (প্রশাসন ও ব্যাংকিং) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগ থেকে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। এছাড়া তিনি দি ইন্সটিটিউট অব কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস্ অব বাংলাদেশ (ICMAB) থেকে CMA ডিগ্রি অর্জন করেন। বর্তমানে তিনি ICMAB-এর ফেলো মেম্বার (FCMA)। দাপ্তরিক প্রয়োজনে তিনি দেশে-বিদেশে বিভিন্ন সেমিনার ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

তিনি বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলার বার্থী ইউনিয়নের অন্তর্গত ধানডোবা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা আবদুর রব এবং মাতার নাম রোকেয়া বেগম। তার সহধর্মিণী মনিরা জাহান একজন গৃহিণী। তিনি দুই পুত্র এবং এক কন্যা সন্তানের জনক।

নাহিদ রহমান ৩০ জুন ২০২৬ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন। পদোন্নতির আগে তিনি প্রেষণে দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেডে মহাব্যবস্থাপক (ফাইন্যান্স এন্ড একাউন্টস) হিসেবে কর্মরত ছিলেন। নাহিদ রহমান কর্মজীবন শুরু করেন সাউথইস্ট ব্যাংকে প্রবেশনারী অফিসার হিসেবে। তিনি ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকে সহকারী পরিচালক পদে যোগদান করেন। দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, ফরেক্স রিজার্ভ এন্ড ট্রেজারী ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, হিউম্যান রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি এবং ক্রেডিট গ্যারান্টি ডিপার্টমেন্টসহ বিভিন্ন বিভাগে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

নাহিদ রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ থেকে এম.কম (ফিন্যান্স) ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তিনি বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম) থেকে এমবিএম ডিগ্রি অর্জন করেন। এছাড়া জাপান সরকারের জেডিএস স্কলারশিপের আওতায় তিনি জাপানের রিৎসুমেইকান এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটি (Ritsumeikan Asia Pacific University) থেকে ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিক্স বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ইন্সটিটিউট অব ব্যাংকার্স, বাংলাদেশের একজন ডিপ্লোমেইড অ্যাসোসিয়েট। তিনি ডিএফআই ও দি ফ্লেচার স্কুল অ্যাট টাফটস ইউনিভার্সিটি (The Fletcher School at Tufts University) আয়োজিত সিডিএফপি (CDFP) বিষয়ে উচ্চতর পেশাগত সার্টিফিকেশন কোর্স সম্পন্ন করেন। ব্যাংকিং সংক্রান্ত বিভিন্ন জার্নালে তার একাধিক গবেষণাপত্র ও নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

খুলনা জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণকারী নাহিদ রহমানের পিতা আতিকুর রহমান একজন অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংকার এবং মাতা সেলিমা রহমান। তার স্বামী মোঃ আলমগীর বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্টের (বিআইবিএম) অধ্যাপক। তিনি এক কন্যাসন্তানের জননী।

পরিচালক পদে পদোন্নতি

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের অতিরিক্ত পরিচালক ইভানা আক্তার ৩ মে ২০২৬ তারিখে পরিচালক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। ইভানা আক্তার ঢাকা জেলার দোহার উপজেলার মইতপাড়া গ্রামের সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ হতে বিএসএস (অনার্স) ও এমএসএস ডিগ্রি অর্জন করেন এবং ২০০৩ সালে সহকারী পরিচালক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকে কর্মজীবন শুরু করেন।

সুদীর্ঘ ২৩ বছরের কর্মজীবনে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, পেমেন্ট সিস্টেমস ডিপার্টমেন্ট, ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোমোশন প্রজেক্ট এবং ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগে দায়িত্ব পালন করেন। দাপ্তরিক কাজের অংশ হিসেবে তিনি দেশে-বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ-কর্মশালা ও সভায় অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়াও, তিনি বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব গভর্নেন্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (BIGM) এবং ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সিংগাপুরের লি কুয়ান ইউ স্কুল অব পাবলিক পলিসি হতে পলিসি অ্যানালিসিস কোর্স সম্পন্ন করেন।

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের অতিরিক্ত পরিচালক ফারজানা আক্তার ১৫ জুন ২০২৬ তারিখে পরিচালক পদে পদোন্নতি লাভ করেন।

ফারজানা আক্তার ২০০৩ সালে সহকারী পরিচালক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ হতে অনার্সসহ মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। এছাড়া, তিনি দি ইন্সটিটিউট অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ (IBB) হতে ডিএআইবিবি (DAIBB) লাভ করেন। দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের স্মল এন্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রাম ডিপার্টমেন্ট (SME&SPD), বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম অফিস, বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমিতে দায়িত্ব পালন করেন।

দাপ্তরিক কাজের অংশ হিসেবে তিনি দেশে-বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ-কর্মশালা ও সভায় অংশগ্রহণ করেন। পেশাগত দক্ষতার স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ রিকগনিশন অ্যাওয়ার্ড, ২০১৬ লাভ করেন। ফারজানা আক্তার ময়মনসিংহ জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি দুই পুত্র সন্তানের জননী।

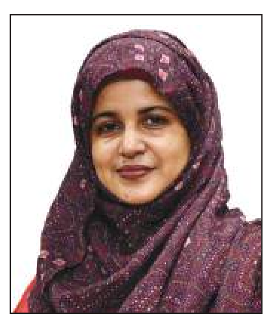

রাজশাহী অফিস

বদলি উপলক্ষে বিদায় সংবর্ধনা

বিদায়ী অতিথিকে ফুলেল শুভেচ্ছা, ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করা হয়

বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিসের পদোন্নতিপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক রথীন কুমার পালের প্রধান কার্যালয়ে বদলি উপলক্ষে অফিসের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ৯ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে সভা কক্ষে এক বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ মামুনুর রশিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অফিসের নির্বাহী পরিচালক (গ্রেড-১) মোঃ আমজাদ হোসেন খাঁন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক কানিজ ফাতেমা ও মোঃ নাজিম উদ্দিন। এছাড়া, অতিরিক্ত পরিচালকবৃন্দসহ অফিসের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত কর্মকর্তারা বিদায়ী অতিথির কর্মময় জীবন সম্পর্কে আলোকপাত করেন এবং প্রধান কার্যালয়ে তার সাফল্যময় কর্মজীবন ও সুস্বাস্থ্য কামনা করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি ও অফিসের বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ বিদায়ী অতিথিকে ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানান এবং উপহার সামগ্রী প্রদান করেন। বিদায়ী অতিথি রাজশাহী অফিসে কর্মকালে সহযোগিতার জন্য সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ধন্যবাদ জানান। তিনি অফিসের সার্বিক বিষয়ের উত্তরোত্তর উন্নয়ন এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের মঙ্গল কামনা করেন।

বদলি উপলক্ষে বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিসের পরিচালক কানিজ ফাতেমার প্রধান কার্যালয়ে বদলি উপলক্ষে অফিসের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ২০ মে ২০২৬ তারিখে সভা কক্ষে এক বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ মামুনুর রশিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অফিসের নির্বাহী পরিচালক (গ্রেড-১) মোঃ আমজাদ হোসেন খাঁন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক মোঃ নাজিম উদ্দিন। এছাড়া, অতিরিক্ত পরিচালকবৃন্দসহ অফিসের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারী উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী বিদায়ী অতিথির কর্মময় জীবন সম্পর্কে আলোকপাত করেন এবং সুস্বাস্থ্য কামনা করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি ও অফিসের বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ বিদায়ী অতিথিকে ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানান এবং উপহার সামগ্রী প্রদান করেন। বিদায়ী অতিথি রাজশাহী অফিসে কর্মকালে সহযোগিতার জন্য সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে ধন্যবাদ জানান।

বিদায়ী অতিথিকে ফুলেল শুভেচ্ছা, ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করা হয়

বরিশাল অফিস

পদোন্নতিপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালককে বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, বরিশাল অফিসের পদোন্নতিপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক মোঃ আবুল বসারের প্রধান কার্যালয়ে বদলি উপলক্ষে অফিসের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ৭ মে ২০২৬ তারিখে অফিসের সম্মেলন কক্ষে এক বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। পরিচালক মোঃ হাফিজুর রহমান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। সভায় বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার্স ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল, বরিশালের সভাপতি মোঃ মাহমুদুর রহমান এবং সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ জহিরুল ইসলাম।

বিদায়ী অতিথির বক্তব্যে পদোন্নতিপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক মোঃ আবুল বসার বরিশাল অফিসের সুন্দর কর্মপরিবেশের প্রশংসা করেন।

সভাপতির বক্তব্যে পরিচালক মোঃ হাফিজুর রহমান বিদায়ী অতিথির পরবর্তী কর্মজীবনের সফলতা ও সুস্বাস্থ্য কামনা করেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি পরিচালক মোঃ হাফিজুর রহমান বিদায়ী অতিথি নির্বাহী পরিচালক মোঃ অতুল বসারকে বরিশাল অফিসের পক্ষ থেকে কে সম্মাননা ক্রেস্ট ও উপহার সামগ্রী প্রদান করেন।

সভাপতি বিদায়ী অতিথিকে সম্মাননা স্মারক ও উপহার সামগ্রী প্রদান করেন

রাজশাহী অফিস

জালনোট প্রচলন প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিসে ৯ মে ২০২৬ তারিখে জালনোট প্রচলন প্রতিরোধে করণীয় এবং ছেঁড়া-ফাটা নোটের বিনিময়মূল্য প্রদান ও দাবিযোগ্য নোট গ্রহণ শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ সাইফুজ্জামানের সভাপতিত্বে প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক (গ্রেড-১) মোঃ আমজাদ হোসেন খাঁন। এছাড়া, অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক মোঃ নাজিম উদ্দিন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি নির্বাহী পরিচালক (গ্রেড-১) মোঃ আমজাদ হোসেন খাঁন জালনোট প্রচলন প্রতিরোধে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রণীত পলিসি পরিপালনে নির্দেশনা প্রদান এবং Clean Note Policy বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাজার হতে ছেঁড়া-ফাটা/অধিক ময়লাযুক্ত নোটের বিনিময়মূল্য প্রদান ও দাবিযোগ্য নোটসমূহ গ্রহণে সংশ্লিষ্ট তফসিলি ব্যাংকের কর্মকর্তাদের নীতিমালা কঠোরভাবে মেনে চলার নির্দেশ দেন।

প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে প্রধান অতিথি ও অন্য অতিথিবৃন্দ

দু'টি সেশনে আয়োজিত কর্মশালায় বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিসের আওতাধীন ৪৭টি তফসিলি ব্যাংকের ক্যাশ সংশ্লিষ্ট ৪৭ জন কর্মকর্তাসহ এ অফিসের ক্যাশ বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ কর্মশালার সেশনসমূহ পরিচালনা করেন বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিসের মুদ্রা ও দাবি শাখার যুগ্ম পরিচালক বুলবুল আহমেদ ও উপপরিচালক মোঃ আসলাম হোসেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন যুগ্ম পরিচালক বুলবুল আহমেদ। ব্যাংকিং বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ সাইফুজ্জামানের নেতৃত্বে একটি টিম কর্মশালার সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করেন। প্রশিক্ষণশেষে পরিচালক মোঃ নাজিম উদ্দিন প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে জালনোট প্রচলন, সংরক্ষণ ও বিতরণে বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যমান আইন বাংলাদেশ দণ্ডবিধি-১৮৬০ এ উল্লিখিত জালনোট সম্পর্কিত ধারা এবং বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডারের তদসংশ্লিষ্ট নীতিমালা কঠোরভাবে পরিপালনের নির্দেশনা প্রদান করেন।

খুলনা অফিস

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় অগ্রগতির ধারাবাহিকতা: পাইলটিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন

বাংলাদেশ ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ ঝুঁকিকে সুশৃঙ্খলভাবে সনাক্তকরণ, মূল্যায়ন, প্রশমন এবং পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে পাইলটিং কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯-২৩ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের পাইলটিংয়ে নির্বাহী পরিচালক মোঃ রুকনুজ্জামান, পরিচালক মোঃ মতিয়ার রহমান মোল্যা, এস.এম. কামালুজ্জামান কামাল, মোঃ মুজিবুর রহমান, মোঃ মাহমুদ আলী, পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) (ক্যাশ) এবং এন্টারপ্রাইজ রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের পরিচালক এ.কে.এম. রমিজুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া খুলনা অফিসের রিস্ক ফোকাল পার্সন অতিরিক্ত পরিচালক কাজী মাসুম পারভেজ এবং অ্যাসোসিয়েট রিস্ক ফোকাল পার্সন যুগ্ম পরিচালক মোঃ শাহবুল ইসলামও এ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। পাইলটিং কার্যক্রমে বিভিন্ন সেশন ও ইন্টারঅ্যাকটিভ আলোচনার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণকে ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ, মূল্যায়ন, প্রশমন ও পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত ব্যবহারিক ধারণা প্রদান করা হয়। পাশাপাশি বিদ্যমান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কার্যকারিতা পর্যালোচনা করে সম্ভাব্য উন্নয়ন ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করা হয়। এ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীরা তাদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে সম্ভাব্য ঝুঁকির উৎস, প্রভাব এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করেন, যা ভবিষ্যতে একটি কার্যকর ও শক্তিশালী ঝুঁকি সংস্কৃতি (Risk Culture) গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা হয়।

প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে প্রধান অতিথি ও অন্য অতিথিবৃন্দ

খুলনা অফিস

গভর্নরের আগমন উপলক্ষে মতবিনিময় সভা

গভর্নর মোঃ মোস্তাকুর রহমানের বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসে আগমন উপলক্ষে ১৫মে ২০২৬ তারিখে অফিসের সভাকক্ষে সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সাথে একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমান, খুলনা অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ রুকনুজ্জামান। সভায় সভাপতিত্ব করেন খুলনা অফিসের পরিচালক মোঃ মতিয়ার রহমান মোল্যা। সভার পূর্বেই গভর্নর উপস্থিত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে কুশল বিনিময় করেন এবং ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হন। সভার শুরুতে গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নরকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। খুলনা অফিসের নির্বাহী পরিচালক স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমান অফিসের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর শুভেচ্ছা জানান এবং দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা তুলে ধরেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে গভর্নর মোঃ মোস্তাকুর রহমান দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা তুলে ধরেন এবং সকলকে কাজের প্রতি আরও দায়িত্বশীল হওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি কাজের গুণগত মান বৃদ্ধির প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। উন্মুক্ত আলোচনা পর্বে বিভিন্ন বিষয়ে গভর্নর প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। সভায় উপস্থাপিত যৌক্তিক দাবিসমূহ তিনি নোট করেন এবং পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের চেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলে তিনি আশ্বস্ত করেন। পরিশেষে সভাপতি গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সভার সমাপনী ঘোষণা করেন। সভাশেষে গভর্নর এবং ডেপুটি গভর্নর ব্যাংক চত্বরে দুটি গাছের চারা রোপণ করেন। এছাড়া তারা রূপসাস্থ সুন্দরবন অতিথি ভবনের সামনে দুটি এবং বানিয়া খামারস্থ কর্মচারী নিবাসে গাছের চারা রোপণ করেন।

মতবিনিময় সভায় গভর্নর মোঃ মোস্তাকুর রহমান বক্তব্য রাখছেন

ষাণ্মাসিকের মুদ্রানীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে মতবিনিময় সভা

বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিস কর্তৃক ১৬ মে ২০২৬ তারিখে খুলনার স্থানীয় একটি হোটেলে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রথম ষাণ্মাসিকের মুদ্রানীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং অভ্যন্তরীণ বাজার ব্যবস্থার বর্তমান বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়ে অংশীজনদের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণের উদ্দেশ্যে এই সভার আয়োজন করা হয়। সভায় গভর্নর মোঃ মোস্তাকুর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক মাহমুদ সালাহ্উদ্দিন নাসের, খুলনা অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ রুকনুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।

মুদ্রানীতি বিষয়ক মতবিনিময় সভায় গভর্নর মোঃ মোস্তাকুর রহমান বক্তব্য রাখছেন

প্রধান অতিথির বক্তব্যে গভর্নর বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে কাজ করছে। তিনি উল্লেখ করেন, টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে উৎপাদনমুখী ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী খাতে ঋণপ্রবাহ অব্যাহত রাখা হবে। গভর্নর আরও বলেন, নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ায় অংশীজনদের মতামত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষকমণ্ডলী, বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংকের আঞ্চলিক প্রধান ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী ও শিল্পোদ্যোক্তা, রপ্তানিকারক, আমদানিকারক, কৃষি উদ্যোক্তা, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) প্রতিনিধিগণ, খুলনা উইমেন চেম্বার ও উইমেন চেম্বারের নেতৃবৃন্দ, খুলনা চেম্বার এর নেতৃবৃন্দ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং গণমাধ্যমকর্মীরা সভায় অংশগ্রহণ করেন।

সভায় বর্তমান অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে মূল্যস্ফীতির চাপ, বৈদেশিক মুদ্রাবাজারের স্থিতিশীলতা, সুদ হার ব্যবস্থাপনা, বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহের গতি, উৎপাদন ও বিনিয়োগ পরিস্থিতি এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির বিষয়গুলো গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করা হয়।

খুলনা অঞ্চলের প্রেক্ষাপটে অংশগ্রহণকারীরা মোংলা বন্দরকেন্দ্রিক বাণিজ্যিক কার্যক্রম, চিংড়ি ও মৎস্য রপ্তানি, পাট ও পাটজাত পণ্য, কৃষিভিত্তিক শিল্প এবং অন্যান্য উৎপাদনমুখী খাতের সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ তুলে ধরেন। তারা উল্লেখ করেন, আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে বৈদেশিক মুদ্রা সরবরাহের স্থিতিশীলতা, এলসি খোলার প্রক্রিয়া সহজীকরণ এবং ব্যাংকিং সেবায় দক্ষতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি অত্যন্ত জরুরি। পাশাপাশি ব্যাংকিং খাতে সুশাসন জোরদার, খেলাপি ঋণ হ্রাস এবং আর্থিক খাতের সামগ্রিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার বিষয়েও গুরুত্বারোপ করা হয়।

বগুড়া অফিস

মুদ্রানীতি বিষয়ক মতবিনিময় সভা

মতবিনিময় সভায় গভর্নর মোঃ মোস্তাকুর রহমান, ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমানসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও অংশীজন

২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রথম ষাণ্মাসিকের (জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৬) মুদ্রানীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক, বগুড়া অফিস কর্তৃক আয়োজিত এক মতবিনিময় সভা অফিসের সম্মেলন কক্ষে ৬ জুন ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। দেশের বিদ্যমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, মূল্যস্ফীতির চাপ এবং উত্তরাঞ্চলের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়ে অংশীজনদের মতামত ও সুপারিশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে এ সভার আয়োজন করা হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মোঃ মোস্তাকুর রহমান উপস্থিত ছিলেন ও বিশেষ অতিথি হিসেবে ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। প্রধান কার্যালয় ও বগুড়া অফিসের কর্মকর্তা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, থিংক ট্যাংক, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধি, পাঁচ জেলার স্থানীয় ব্যাংকার, নারী উদ্যোক্তা এবং অংশীজন অংশগ্রহণ করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে গভর্নর বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অর্থনৈতিক বাস্তবতা ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অভিজ্ঞতা নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়াকে আরও কার্যকর ও বাস্তবসম্মত করে।

গভর্নর আরও বলেন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ, কৃষি শিল্পের উন্নয়ন, সৃজনশীল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি, রপ্তানি বহুমুখীকরণসহ সার্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সম্প্রতি ৬০ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে, যার মধ্যে উত্তরবঙ্গকে কৃষি হাব হিসেবে গড়ে তুলতে সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। আমাদের লক্ষ্যে এ তহবিলের মাধ্যমে ২৫ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। এছাড়াও তিনি বলেন, মানুষের মধ্যে নগদ অর্থের লেনদেন কমিয়ে আনার জন্য ডিজিটাল লেনদেন বিকাশের মাধ্যমে ক্যাশলেস বাংলাদেশ গড়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এলক্ষ্যে, এক দেশ, এক কিউআর উপজীব্য বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রবর্তিত পেমেন্ট স্ট্যান্ডার্ড বাংলা কিউআর ১ জুলাই হতে সকল ব্যাংক ও এমএফএসে একযোগে কার্যকর হবে। তিনি উপস্থিত সকলকে জুন মাসে কমপক্ষে একটি করে লেনদেন বাংলা কিউআর এর মাধ্যমে করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

সভায় মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, বৈদেশিক মুদ্রাবাজারের স্থিতিশীলতা, সুদহার ব্যবস্থাপনা, বেসরকারি খাতে ঋণপ্রবাহ, বিনিয়োগ পরিবেশ, উৎপাদন বৃদ্ধি, বন্ধ কল-কারখানা চালু এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

বর্তমান অর্থনৈতিক বাস্তবতায় এমন একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও দূরদর্শী মুদ্রানীতি প্রয়োজন, যা মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি উৎপাদন, বিনিয়োগ, রপ্তানি এবং কর্মসংস্থানের গতিশীলতা বজায় রাখার বিষয়ে অংশগ্রহণকারীরা মতামত প্রদান করেন।

চট্টগ্রাম অফিস

চট্টগ্রাম অফিসে বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ মকবুল হোসেনের মতিঝিল অফিসে বদলি উপলক্ষে সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ১২ মে ২০২৬ তারিখে অফিসের কনফারেন্স রুমে বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম অফিসের পরিচালক মোহাম্মদ আশিকুর রহমান ও ক্যাশ বিভাগের পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) আবুল কালাম। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সকল সংগঠনের পক্ষ হতে পরিচালক মোহাম্মদ আশিকুর রহমান বিদায়ী নির্বাহী পরিচালকের হাতে ক্রেস্ট এবং সকল সংগঠনের প্রতিনিধি বিদায়ী নির্বাহী পরিচালকের হাতে উপহার তুলে দেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার্স ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল, চট্টগ্রামের সভাপতি ও অতিরিক্ত পরিচালক মোহাম্মদ মনিরুল হায়দার।

অফিসের পক্ষ থেকে বদলিপ্রাপ্ত অতিথিকে ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করা হয়

সিলেট অফিস

হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট শীর্ষক ট্রেনিং কোর্স

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম) এর আয়োজনে ও বাংলাদেশ ব্যাংক, সিলেট অফিসের সহযোগিতায় হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ইন ব্যাংকস্ শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স ১০-১৪ মে ২০২৬ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক, সিলেট অফিসের প্রশিক্ষণ হলে অনুষ্ঠিত হয়।

কোর্সটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কোর্সটির উদ্বোধন করেন সিলেট অফিসের নির্বাহী পরিচালক খালেদ আহমদ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক, সিলেট অফিসের পরিচালক মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান ও আব্দুস সালাম মাহমুদ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম) এর পরিচালক (প্রশিক্ষণ) অধ্যাপক মোঃ মহিউদ্দীন সিদ্দিকী। ট্রেনিং কোর্সে বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংকের ২৬ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি নির্বাহী পরিচালক খালেদ আহমদ ও অন্যদের সাথে প্রশিক্ষণার্থীগণ

বাংলা কিউআর বাস্তবায়ন সংক্রান্ত মতবিনিময় সভা

বাংলা কিউআর বাস্তবায়ন সংক্রান্ত একটি মতবিনিময় সভা ২২ জুন ২০২৬ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক, সিলেট অফিসের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সিলেট অফিসের বাংলা কিউআর বাস্তবায়ন ইউনিটের পরিচালনায় এই মতবিনিময় সভায় সিলেট অফিসের নির্বাহী পরিচালক খালেদ আহমদ, পরিচালক মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান ও আব্দুস সালাম মাহমুদ উপস্থিত ছিলেন।

সিলেট অঞ্চলে কার্যরত ২৫টি তফসিলি ব্যাংক, পাঁচটি নন-ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশন, মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের বিভাগীয় প্রধান, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন, সিলেট বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের প্রতিনিধি ও বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন ।

সভায় নগদবিহীন লেনদেনকে উৎসাহিত করতে, ব্যবসার স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করতে এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে আরও শক্তিশালী করতে বাংলা কিউআর এর সফল বাস্তবায়নের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। বাংলা কিউআর এর মাধ্যমে একটি মাত্র কিউ আর কোড ব্যবহার করে বিভিন্ন ব্যাংক, মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস ও পেমেন্ট প্ল্যাটফর্মে অর্থ লেনদেনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে সভায় আলোচনা করা হয় এবং সবাইকে বাংলা কিউআর বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

অংশগ্রহণকারীদের সাথে সিলেট অফিসের নির্বাহী পরিচালক খালেদ আহমদ

শিশুদের জন্য মুভি প্রদর্শনী

বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রন্থাগারের অডিও-ভিজ্যুয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ ও সাইবার সেকশনের উদ্যোগে ২২ জুন ২০২৬ তারিখ ডে-কেয়ারের বাচ্চাদের জন্য 'Minions and More-2' শিরোনামের একটি মুভি প্রদর্শন করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রন্থাগারের প্রজেকশন রুমে অনুষ্ঠিত মুভি প্রদর্শনীতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গ্রন্থাগারের পরিচালক তাসনিম ফাতেমা।

প্রদর্শনীতে বাংলাদেশ ব্যাংক ডে-কেয়ারের ছয় বছর বয়সী ২৫ জন শিশু এবং ডে-কেয়ারের তিন জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। শিশুরা মুভিটি উপভোগ করে এবং মুভি প্রদর্শনীর পর ফটো সেশনে অংশগ্রহণ করেন।

শিশুদের সাথে প্রধান অতিথি ও গ্রন্থাগারের কর্মকর্তাবৃন্দ

বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রন্থাগারে নতুন সংগ্রহ

বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রন্থাগারে ব্যবহারকারীদের চাহিদা মোতাবেক নিয়মিত বই/সাময়িকী/অন্যান্য পাঠ সামগ্রী সংগ্রহ করা হয়। সম্প্রতি সংগৃহীত বই/সাময়িকী অন্যান্য পাঠ সামগ্রীর একটি তালিকা পাঠকদের জন্য দেয়া হলো।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থনীতি
- মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান
- বাতিঘর
- ২০২৫

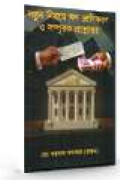

নতুন নিয়মে ঋণ শ্রেণিকরণ ও সম্পূরক প্রশ্নোত্তর
- মোঃ ফয়সাল খন্দকার (রাজন)
- নবযুগ প্রকাশনী
- ২০২৫

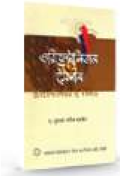

ওরিয়েন্টালিজম ও ইসলাম
- ড. মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন
- বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ অ্যান্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
- ২০২৪

দি ইমারজেন্স অব ইসলাম
- ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ
- বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ অ্যান্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
- ২০১২

সহজ কথায় ফাইন্যান্স
- বিরূপাক্ষ পাল
- আলোঘর প্রকাশনা
- ২০২৫

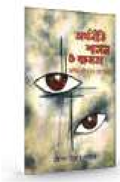

অর্থনীতি,শাসন ও ক্ষমতা: যাপিত জীবনের আলেখ্য
- হোসেন জিল্লুর রহমান
- আলোঘর প্রকাশনা
- ২০২৫

পথে প্রবাসে
- অন্নদাশঙ্কর রায়
- মুক্তধারা
- ২০২৪

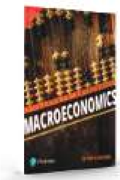

Macroeconomics
- Olivier Blanchard
- person
- 2023

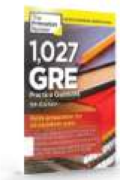

1027 GRE Practice Questions
- Rob Franek
- Penguin Random House
- 2018

Common Mistakes at IELTS Intermediate and how to avoid them
- Pauline Cullen
- Cambridge University Press
- 2022

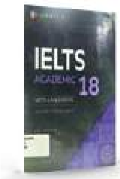

IELTS Academic 18 with Answers
- Cambridge University
- Cambridge University Press
- 2023

IELTS Academic 19
- Cambridge University
- Cambridge University Press
- 2024

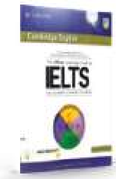

The Official Cambridge Guide to IELTS
- Cambridge University
- Cambridge University Press
- 2022

Introductory Econometrics: A Modern Approach
- Jeffrey M. Wooldridge
- Cengage
- 2025

Governing the ungovernable: Institutional Reforms for Democratic Governance
- Ishrat Hussain
- Oxford University Press
- 2023

বাংলাদেশ ব্যাংকের সন্তানেরা

২০২৫ সালে এইচএসসি জিপিএ-৫

তাসফিয়া তাসনীম
বীর শ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ
(ব্যবসায় শিক্ষা (ইংরেজী ভার্সন))

মাতা: নাহিদ রহমান
নির্বাহী পরিচালক
পিতা: মোঃ আলমগীর
(অধ্যাপক, বিআইবিএম)

বর্তমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান:
ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ব্যবধান

শামসুল আরেফীন

১ ওরা যখন জাহাজ থেকে সাগরের বেলাভূমিতে নেমে দাঁড়ালো তখন সূর্য পশ্চিমদিকে অনেকটা হেলে পড়েছে। সবাই হতবাক হয়ে চারদিকে তাকালো। সেন্ট মার্টিনস এত সুন্দর! ওরা যেন ভাবতেই পারেনি। এখনও যেন বুঝে উঠতে পারছে না কি করবে।

ওদের মধ্যে সবচেয়ে ঠাণ্ডা মাথার জিনাত ওদেরকে তাড়া লাগালো, 'এই চল, এখন দিন অনেক ছোট, আর বড়জোর দুই ঘণ্টার মধ্যে সূর্য অস্ত যাবে। আগে দরকারি কাজ শেষ করি, তারপর এনজয়মেন্ট।'

জিনাত ওদের আনঅফিসিয়াল দলনেত্রী। সবাই যার যার ব্যাকপ্যাক তুলে নিল। 'রাজ, তুই টেন্ট ঠিকমতো বুকিং দিয়েছিলি তো? আমাদের কিন্তু তিনটা টেন্ট লাগবে।' জিনাত আবার বললো।

'কোনো চিন্তা নেই বন্ধু, টেন্টের মালিকের সাথে সব কনফার্ম করা আছে। একদম বীচের পাশে। তবে গাছপালা একটু বেশি, হালকা জঙ্গল মতো হবে। বাট নো চিন্তা, ডু ফুর্তি।' রাজ হালকা গলায় বললো।

এবার রিয়াজকে বললো জিনাত, 'তাহলে আমরা এখন অল্প কিছু নাস্তা খেয়ে নিব। এখানে কিন্তু সাড়ে সাতটার মধ্যে রাতের খাবার খেয়ে নিতে হয়। তাই রাতের জন্য আমাদের কিছু শুকনো খাবার, ফল, পানি লাগবে। টর্চ আছে, তবু কিছু মোমবাতি লাগবে। তুই এগুলোর ব্যবস্থা কর।'

'ওকে।' বলে রিয়াজ এগিয়ে গেল।

২ এটা ছিল ওদের দীর্ঘদিনের প্ল্যান, কিন্তু বাস্তবায়ন করা হয়ে উঠছিল না। পাঁচ বন্ধু-বান্ধবী মিলে সেন্ট মার্টিনস বেড়াতে আসবে। একদিন বিকেল নাগাদ পৌঁছাবে, মাঝখানে একদিন থাকবে, তৃতীয় দিন ঢাকায় ফিরবে। অবশেষে সম্ভব হয়েছে। প্ল্যান হচ্ছে ওরা কোনো হোটেলে উঠবে না, একদম বীচের পাশে তাঁবুতে রাত কাটাবে। জিনাত আর রেইনা একটাতে, রাজ আর রিয়াজ একটাতে আর সীমান্ত একা একটাতে। সে একটু নিরিবিলি থাকতে পছন্দ করে, তাই। বীচের পাশে থাকলে ইচ্ছামতো বীচে ঘোরাঘুরি ও আড্ডা দেয়া যাবে। টয়লেট নিয়ে একটু চিন্তা ছিল, তবে তাঁবুর মালিকদের বিশেষ ব্যবস্থা থাকে। রেইনা ধনী পরিবারের মেয়ে, প্রথমে একটু খুঁত খুঁত করলেও পরে মেনে নিয়েছে।

ওদের মূল প্ল্যানটা হচ্ছে দ্বিতীয় দিনটি নিয়ে। সারাদিন পুরো সেন্ট মার্টিনস ঘোরা আর সারা রাত আড্ডা দেয়া, হৈ চৈ করা। এজন্য প্রথম দিন ওরা শুধু সৈকতে কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়ে কাটিয়ে দেয়ার প্ল্যান করলো। তাঁবুতে জিনিসপত্র গুছিয়ে ওরা সন্ধ্যার মধ্যেই রাতের খাবার খেয়ে নিল। বেছে বেছে ওরা ট্যুর প্রোগ্রামকে পূর্ণিমার সাথে মিলিয়ে নিয়েছে। সন্ধ্যার পরই তাই আকাশে পূর্ণ চাঁদ। কিন্তু আড্ডা দেবে কী, প্রকৃতির অসাধারণ সৌন্দর্য্য দেখে ওরা যেন বাকরুদ্ধ হয়ে গেল।

জিনাত, রাজ আর রিয়াজ একটু বেশি হৈ চৈ প্রবণ। রেইনাও হৈ চৈ করতে ভালোবাসে, তবে অন্যদের তুলনায় সে অনেক শান্ত। অন্যদিকে সীমান্ত একটু বেশি আত্ম-সমাহিত। হাসি ঠাট্টাতে যোগ দেয়, কিন্তু সে কম কথার মানুষ। কিন্তু তাই বলে বন্ধুদের প্রতি তার টান কারো থেকে কম নয়। বাকিরাও ওকে সেভাবেই মেনে নিয়েছে।

রাত এগারটা বাজতেই ওরা ক্লান্ত হয়ে সৈকত থেকে উঠে তাঁবুর দিকে রওনা হলো। জিনাত সবাইকে সতর্ক করলো, 'সবার তাঁবুতে মোমবাতি, টর্চ আর শুকনো খাবার আছে। নতুন জায়গায় ঘুমের সমস্যা হতে পারে। ঘুম না এলে বাইরে হাঁটাহাঁটি করতে পারিস, কিন্তু তাঁবু থেকে বেশি দূরে যাবি না। আর যে কোনো সমস্যা হলে বাকিদের ডেকে তুলবি।'

ওর এই সতর্কবাণী যে আসলেই সত্যি হয়ে যাবে তা তখনও কেউ ভাবতে পারেনি!

৩ হঠাৎ রেইনার চিৎকারে জিনাত ধড়ফড় করে জেগে উঠলো। আকাশে চাঁদ থাকায় তাঁবুর ভিতরে খুব ঝাঁপসা আলো। কিন্তু জিনাত প্রথমে কিছুই বুঝতে পারলো না। তারপর খেয়াল করলো রেইনা তাঁবুতে নেই। টর্চটা বের করেই ও লাফ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। দেখলো, তাঁবুর একটু দূরে রেইনা দাঁড়িয়ে আছে। দৌড়ে গিয়ে জিনাত ওকে জড়িয়ে ধরলো। জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে তোর?'

ততক্ষণে ছেলেরাও বের হয়ে এসেছে। 'কি হয়েছে?' রিয়াজ প্রশ্ন করলো। রেইনা ঠক ঠক করে কাঁপছে। ও জবাব দেয়ার মতো অবস্থায় নেই। জিনাত ওকে ধরে একটা পড়ে থাকা শুকনো গাছের গুঁড়ির উপর বসালো। রাজ গিয়ে পানির বোতল নিয়ে এলো। পানি খাওয়ার পর রেইনা কিছুটা ধাতস্থ হলো। 'কি হয়েছে তোর? ভয় পেয়েছিস কেন?' জিনাত আবার জানতে চাইলো।

'ঘুম আসছিল না, তবু জিনাতের ডিস্টার্ব হবে ভেবে চুপচাপ শুয়ে ছিলাম। হঠাৎ দেখি একটা ছায়া আমাদের তাঁবুর পেছন দিক দিয়ে চলে গেল। প্রথমে ভেবেছিলাম তোরা কেউ, তাই বের হয়েছিলাম। কিন্তু আমার সাড়া পেয়েই লোকটা গাছের আড়ালে চলে গেল। তখন মনে হলো, বাইরের কেউ। নিশ্চয়ই ভালো কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে আসেনি। তাই ভয় পেয়েছিলাম।' রেইনা থেমে থেমে বললো।

রাজ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। 'তোরা থাক, আমি একটু চারপাশটা দেখে আসি' বলেই তাঁবুতে ঢুকে টর্চ হাতে বের হয়ে গেলো।

'রিয়াজ আর সীমান্ত রেইনার কাছে থাক। ফ্লাস্কে গরম পানি আছে, আমি সবার জন্য একটু কফি বানাই। কফি খেলে রেইনার একটু ভালো লাগবে।' বলে জিনাতও উঠে গেল।

দু'জনে ফিরেও এলো প্রায় একসাথে। জিনাত সবার হাতে কফি ধরিয়ে দিল। রাজ বললো, 'অনেকখানি ঘুরে এলাম। কোনো মানুষের চিহ্নই নেই। রেইনা, তুই ভুল দেখিসনি তো?'

ইতোমধ্যে রেইনা অনেকটা স্বাভাবিক হয়েছে। 'আমি ঠিকই দেখেছি। খেয়াল করে দেখ, চাঁদের আলো সরাসরি আমাদের তাঁবুতে পড়েছে। তাই তাঁবুর পাশ দিয়ে কেউ হেঁটে গেলে তার ছায়া তাঁবুতে পড়বেই। আমার ভুল হয়নি।'

জিনাত ঘড়ি দেখলো। 'আচ্ছা, যা হয়েছে তো হয়েছে। রাত প্রায় দুটো বাজে। এত রাতে আর কিছু করার নেই। সবাই শুতে যা।' রিয়াজ বললো, 'রাজ, তুই কাল এ বিষয়টা নিয়ে তাঁবুর মালিকের সাথে কথা বলিস। এটা আমাদের নিরাপত্তার প্রশ্ন, বিশেষ করে আমাদের সাথে যখন মেয়েরা রয়েছে। আর আমার মনে হয়, জিনাত, তোরা তাঁবুর ভেতরে একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে রাখিস। তবে দেখিস আবার আগুন লাগিয়ে দিস না।'

জিনাত মুখ ভ্যাঙচালো। 'আমরা তোদের মত কেয়ারলেস না।'

সীমান্ত এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি। এবার সে মুখ খুললো। 'তোরা সবাই ঘুমাতে যা, আমি একটু পরে যাব। রাজ, তোর টর্চটা একটু দে তো আমাকে।'

'কেন, কি করবি তুই?' রাজ অবাক হলো। বাকি সবাইও।

'সেটা কাল সকালে বলবো। আমি একটু পরে ঘুমাবো, তোরা যা।' সীমান্ত জবাব দিল।

কেউ আর কিছু না বলে যার যার তাঁবুর দিকে চলে গেল। তাঁবুতে ঢোকার আগে জিনাত দেখলো, সীমান্ত টর্চ নিয়ে ওদের তাঁবুর পেছন দিকে যাচ্ছে।

৪ বাকি রাত কেউই ভালোভাবে ঘুমাতে পারলো না। ঘুম হলো ছাড়া ছাড়া। এজন্য পরদিন সবাই ঘুম থেকে উঠলো দেরি করে। তাঁবু থেকে বের হয়ে সবাই অবাক হয়ে লক্ষ্য করলো, সীমান্ত আগেই উঠে বাকিদের জন্য অপেক্ষা করছে। 'কিরে, তুই রাতে কী করলি? ঘুমিয়েছিলি তো?' জিনাত প্রশ্ন করলো।

'অল্প। দোস্ত, একটা সুসংবাদ আর একটা দুঃসংবাদ আছে। তবে আগে নাস্তা খাওয়া, তারপর সব বলছি।' সীমান্ত জবাব দিল।

ঘুম না হওয়ার কারণেই হোক বা রাতের ঘটনার টেনশনেই হোক, সবাইকে একটু ক্লান্ত লাগছে। তবে সীমান্ত প্রায় না ঘুমিয়েও খুব উৎফুল্ল। রিয়াজ দোকান থেকে নাস্তার ব্যবস্থা করলো। রেইনা কফি বানিয়ে সবাইকে দিল। তারপর সবাই গাছের ছায়ায় গোল হয়ে বসলো। 'এবার বল, কী তোর সুসংবাদ আর দুঃসংবাদ।' জিনাত বললো।

সীমান্ত বললো, 'আমি কাল রাতের ঘটনাটা বুঝতে পেরেছি, এটা হলো সুসংবাদ। আর দুঃসংবাদ হলো, আমি যদি পুরো ঘটনাটা ব্যাখ্যা করি তাহলে আমাদের ট্যুরের আনন্দটাই মাটি হয়ে যাবে। এখন তোরা ভেবে দেখ, ঘটনাটা জানতে চাস কিনা।'

সবাই অবাক হয়ে সীমান্তের দিকে তাকালো। রেইনা বললো, 'আমরা অবশ্যই ঘটনা জানতে চাই। কিন্তু তার সাথে আমাদের ট্যুরের আনন্দ নষ্ট হওয়ার কি সম্পর্ক?'

রিয়াজও বললো, 'হ্যাঁ, আমরা অবশ্যই ঘটনা জানতে চাই। এটা মোটেই হালকা কোনো ঘটনা নয়। এখানে চোর বা গুণ্ডা-বদমাশের ভয় থাকলে আমরা কোনো হোটেলে চলে যাব, ট্যুর নষ্ট হবে কেন? রাজ, জিনাত, তোরা কী বলিস?'

ওরা মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো। জিনাত সীমান্তকে বললো, 'তুই কিভাবে কি বুঝলি আমাদেরকে সব বল।'

সীমান্ত শুরু করলো, 'তোরা ঘুমাতে যাওয়ার পর আমি টর্চ নিয়ে তিনটা তাঁবুর চারপাশটা খুব ভালো করে দেখেছি, আমাদের তাঁবুর কাছাকাছি হালকা জঙ্গলের মতো জায়গাটা ঘুরে দেখেছি, এমনকি সন্ধ্যায় বীচের যেখানে আমরা আড্ডা দিয়েছি সেখানেও অনেকক্ষণ সময় কাটিয়েছি। দুঃখজনক হলো, ঘটনাটা বাইরের কেউ ঘটায়নি, কোনো চোর বা গুণ্ডা-বদমাশ আসেনি, আমাদের মধ্যেই একজন এর জন্য দায়ী।'

সবাই হতভম্ব হয়ে গেল। অনেকক্ষণ লাগলো সম্বিত ফিরতে। সীমান্ত ওদেরকে স্বাভাবিক হওয়ার সময় দিল। জিনাত বললো, 'কী বলছিস তুই, আমাদের মধ্যে কে আমাদেরকে ভয় দেখাতে চাইবে? কেনই বা চাইবে? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'রাজ, তুই কিছু বলবি?' সীমান্ত প্রশ্ন করলো।

রাজ এতক্ষণ কোন কথা বলেনি, কারো দিকে তাকায়ওনি। মুখ নীচু করে বললো, 'আমি কী বলবো?'

'যাহোক,' সীমান্ত শুরু করলো, 'তোরা ঘুমাতে যাওয়ার পর আমি প্রথমে জিনাত আর রেইনার তাঁবুর পেছনটা দেখতে যাই। তোরা তো দেখেছিস তাঁবুর মুখটা চাঁদের উল্টোদিকে, এ কারণেই মানুষটার ছায়া তাঁবুর গায়ে পড়েছে, আর সেটা দেখে রেইনা ভয় পেয়েছে। তোদের মনে আছে নিশ্চয়ই, আমরা সন্ধ্যায় বীচ থেকে ফিরে সোজা যার যার তাঁবুতে ঢুকে গেছি, কেউ তাঁবুর পিছনে যাইনি। তাই আমি প্রথমে তাঁবুর পেছনে বালির উপরে জুতোর ছাপ লক্ষ্য করলাম। বালিতে জুতোর ছাপ খুব স্পষ্টভাবে পড়েছে। টর্চের আলোয় আমি কয়েকটা ছবি তুললাম। আমার, রাজ আর রিয়াজের জুতোর সাথে মেলালেই বোঝা যাবে ওটা কার জুতো।

'তারপর খেয়াল করলাম, তাঁবুর পেছনে বালির উপর দিয়ে মানুষটা ধীরে ধীরে হেঁটে গেছে। দ্রুত হাঁটলে সাধারণত পদক্ষেপ একটু বড় হয় আর ধীরে হাঁটলে ছোট হয়। অবশ্য মানুষটার উচ্চতার উপরও বিষয়টা নির্ভর করে। তবে আমরা তিনজন ছেলেরই উচ্চতা সাড়ে পাঁচ ফিটের উপরে। এ থেকে তার পদক্ষেপের স্বাভাবিক দৈর্ঘ্য আন্দাজ করে বোঝা গেছে, লোকটা ধীরে ধীরে তাঁবুর পেছন দিক দিয়ে হেঁটে গেছে।

'প্রশ্ন হলো, লোকটা ধীরে ধীরে হেঁটেছে কেন? চোর বা গুন্ডা-বদমাশ হলে এত রাতে একটু তাড়াহুড়া করবে। লোকটার ছায়া দেখেই রেইনা জেগে গেছে। ও বাইরে আসছে এটা টের পেয়ে লোকটা একটু ছায়াতে গিয়ে দাঁড়ায়। রেইনা আবছাভাবে তাকে দেখে ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠলে লোকটা দ্রুত হেঁটে জঙ্গলের অন্ধকারে হারিয়ে যায়। মনে রাখতে হবে, জঙ্গলের সবচেয়ে কাছের তাঁবুতে রাজ ও রিয়াজ ছিল, মাঝখানের তাঁবুতে আমি আর বীচের কাছের তাঁবুতে জিনাত ও রেইনা। আমি রিয়াজদের তাঁবু পর্যন্ত পায়ের ছাপ অনুসরণ করতে পেরেছি, এরপর জঙ্গলের ভিতরে আর ছাপ খুঁজে পাইনি।'

সবাই নিশ্চুপ হয়ে শুনছে। সীমান্ত বলে চললো, 'এরপর আমি গেলাম বীচের দিকে। সন্ধ্যায় আমরা যেখানে আড্ডা দিয়েছিলাম তারও অনেকখানি দূর থেকে শুরু করে আমাদের তাঁবু পর্যন্ত পুরো এলাকাটা তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম। তোরা জানিস, সরকার থেকে কড়াকড়ি নিষেধাজ্ঞার কারণে বীচে এখন লোকজন আবর্জনা কম ফেলে। অনেক কষ্ট হয়েছে, তবু আমি খুঁজে পেয়েছি।'

'কী?' জিনাত আর রেইনা একসাথে জানতে চাইলো।

'কয়েকটা সিগারেটের টুকরো। তোরা জানিস্, আমাদের মধ্যে শুধু একজনই সিগারেট খায়। তার ব্র্যান্ডটাও আমাদের জানা।' সীমান্ত থামলো।

সবাই হতবাক হয়ে রাজের দিকে তাকালো। রাজ মাথা তুললো না, কিছু বললোও না। সবার মধ্যে আশ্চর্য নিরবতা নেমে এলো। শেষ পর্যন্ত জিনাতই মুখ খুললো, 'আমি কিছু বুঝতে পারছি না, রাজ কেন আমাদেরকে ভয় দেখাবে?'

'রাজ আসলে ভয় দেখায়নি।' সীমান্তের গলাটা একটু অন্যরকম শোনালো। 'বিষয়টা রাজ ব্যাখ্যা করলে ভালো হতো, আমি শুধু আন্দাজ করতে পারি। রাজ অনেকদিন থেকেই রেইনাকে ভালোবাসে। রেইনার প্রতি ওর বাড়তি মনোযোগটা আমি আগেই খেয়াল করেছি। কিন্তু রেইনা ধনী পরিবারের মেয়ে, ভালোবাসার কথা বলার সাহস নেই। তাছাড়া, এতদিন সুযোগও ছিল না খুব একটা। এখানে আমরা ছাড়া পরিচিত আর কেউ নেই, পরিবেশটাও রোমান্টিক, রাজ ভাবলো এটাই সবচেয়ে ভালো সময়। রিয়াজ ঘুমিয়ে পড়লে রাজ উঠে চলে গেল বীচে। আমরা বাকিরা ঘুমিয়েছি কিনা ও জানে না, জানতে গেলেও ধরা পড়ার সম্ভাবনা। তাই ও বীচে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। কিভাবে জিনাতের অজান্তে রেইনাকে বাইরে আনবে, কিভাবে ওকে প্রপোজ করবে, প্রপোজ করলে ওর রিএ্যাকশন কি হবে এসব নিয়ে ভাবতে লাগলো, আর একটার পর একটা সিগারেট পোড়াতে লাগলো। শেষে সিদ্ধান্ত নিল রেইনাদের তাঁবুর পিছনে হাঁটাহাঁটি করবে। যদি জিনাত টের পেয়ে যায়, তাহলে বলবে ঘুম আসছে না, তাই হাঁটাহাঁটি করছে। আর কপাল ভালো হলে যদি রেইনা বের হয়ে আসে তাহলে তো কথাই নেই। রেইনাই বের হল, কিন্তু ও যে ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠবে রাজ তা ভাবতে পারেনি। ও চিৎকারে রাজ হতচকিত হয়ে দ্রুত তাঁবুতে ঢুকে যায়, আর অন্ধকারে রেইনা ভেবেছে লোকটা জঙ্গলে ঢুকে গেছে। এজন্যই আমি ওদের তাঁবু পর্যন্ত পায়ের ছাপ দেখেছি, কিন্তু জঙ্গলের ভিতর পায়ের ছাপ ছিল না। এদিকে রেইনার চিৎকার শুনে ততক্ষণে আমরা সবাই বের হয়ে এসেছি। আমার ব্যাখ্যা কি ঠিক আছে রাজ?'

রাজ এবারও কিছু বললো না।

'কিন্তু রাজ তাঁবু থেকে বের হলো, আবার ঢুকলো, রিয়াজ কিছুই টের পেলো না?' জিনাত জানতে চাইলো।

সীমান্ত হাসলো। 'রিয়াজের ঘুম যে কী ভীষণ গভীর তুই কি জানিস না বন্ধু? তার উপর জার্নি করে ও ছিল ক্লান্ত।'

রিয়াজ একটু হাসলো। 'ঠিকই, আমি শোয়ামাত্র ঘুমিয়ে গেছি। কিন্তু সীমান্ত, রেইনা তো আবছাভাবে হলেও রাজকে দেখেছে, তবু চিনতে পারলো না কেন?'

'রাজের গায়ের টি-শার্টের রংটা দেখ, গাঢ় খয়েরি। পরনে কালো

ট্রাউজার। চাঁদের আলোয় গাঢ় খয়েরি রং কালচে দেখায়। এজন্যই গাছের নিচের আবছা আলোয় রেইনা ওকে চিনতে পারেনি।’ সীমান্ত জবাব দিল। ‘তাছাড়া, তোরা কেউ খেয়াল করিসনি কিন্তু আমি ঠিকই লক্ষ্য করেছি, রেইনার চিৎকার শুনে আমরা সবাই যখন তাঁবু থেকে বাইরে আসি তখন সবার পরণে ছিল স্লিপিং ড্রেস, একমাত্র রাজের পরনে ছিল ও এখন যে খয়েরি টি-শার্ট ও কালো ট্রাউজার পরে আছে সেটা। রাতে ওতো ঘুমানোর জন্য তাঁবুতে ঢোকেনি, ওর প্ল্যান ছিল রিয়াজ ঘুমালে উঠে আসবে, সেজন্যই স্লিপিং ড্রেস পরেনি। রেইনার চিৎকারে দ্রুত তাঁবুতে ঢুকেছে কিন্তু রিয়াজ ঘুম থেকে উঠে যাওয়ায় ড্রেস চেঞ্জ করার আর সময় পায়নি।

‘আরেকটা ব্যাপারও আছে। রেইনা যখন বললো ও একটা লোককে জঙ্গলের দিকে যেতে দেখেছে তখন সবার আগে রাজ টর্চ নিয়ে লোকটাকে খুঁজতে গেছে। কেন বলতো? ও খুঁজে এসে যদি বলে ওদিকে কেউ নেই, তাহলে আমরা আর কেউ ওদিকটা দেখতে যাবো না, তাই। আমি যে আবার ওদিকে যাবো এটা ও ভাবতে পারেনি। তাছাড়া, আমার ক্যামেরায় যে জুতোর ছাপ আছে আমি নিশ্চিত সেটা রাজের জুতোর ছাপের সাথে মিলে যাবে, এরকম বুট জুতো শুধু ও-ই পরে এসেছে।’

সীমান্তের কথা শেষ হলে সবার মধ্যে নেমে এলো এক অসহ্য নিরবতা। কেউ যেন কারো মুখের দিকে তাকাতে পারছে না। কী হয়ে গেল হঠাৎ করে! রাতের ঘটনার এরকম পরিসমাপ্তি ঘটবে, কেউ ভাবতেই পারেনি।

৫ সীমান্ত উঠে রাজের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। ওর হাত ধরে বললো, ‘সরি বন্ধু, আমাকে সত্যটা প্রকাশ করতে হয়েছে। কিন্তু আমাদের বন্ধুত্ব যেন নষ্ট না হয়।’

রাজ উঠে দাঁড়ালো। কারো দিকে না তাকিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে বীচের দিকে চলে গেল। কেউ কিছু বললো না, ওকে বাধাও দিল না। রিয়াজ কী বলবে কী করবে কিছু বুঝে উঠতে পারলো না। রেইনা অনেকক্ষণ থেকেই চুপ করে মাথা নিচু করে বসে আছে, এখনও চুপ। মেয়েদের একটা সিক্সথ সেন্স আছে, যেটা দিয়ে ও অনেক আগে থেকেই জানে যে রাজ ওকে পছন্দ করে, জানে সীমান্তের কথাগুলো সত্যি। জিনাতেরও মনে হলো, সীমান্ত সত্যি কথাই বলেছে, এত কষ্ট করে আয়োজন করা ট্যুরের পুরো আনন্দটা নষ্ট হয়ে গেল। এরচেয়ে ট্যুরটা আয়োজন না করলেই বোধহয় ভালো ছিল।

আর রাজের মনে কী চলছে কে জানে!

■ *লেখক: নির্বাহী পরিচালক, খুলনা অফিস*

শোক সংবাদ

মোহাম্মদ আব্দুল মন্নান

অতিরিক্ত পরিচালক
জন্ম: ১৬/১১/১৯৬৯
ব্যাংকে যোগদান:
১৬/২/১৯৯১
মৃত্যু: ১৬/১২/২০২৫

নিরেন্দ্র চন্দ্র দাস

যুগ্ম পরিচালক (পিআরএল)
জন্ম: ১/১/১৯৬৬
ব্যাংকে যোগদান:
৩১/৭/১৯৯১
মৃত্যু: ১/৮/২০২৫

মোঃ আলাউদ্দিন

ফোরম্যান (ট্রান্সপোর্ট সুপারভিশন)
জন্ম: ১৯/২/১৯৭৬
ব্যাংকে যোগদান:
২৭/৪/২০০৫
মৃত্যু: ২৪/১/২০২৬

মোঃ আব্দুল মান্নান

ফোরম্যান (টেকনিক্যাল)
জন্ম: ১০/১১/১৯৬৮
ব্যাংকে যোগদান:
২৭/৪/২০05
মৃত্যু: ২/১/২০২৬

আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম

অতিরিক্ত পরিচালক
জন্ম: ১/১২/১৯৭৯
ব্যাংকে যোগদান:
৭/৪/২০০৯
মৃত্যু: ১৬/১/২০২৬

মোঃ শাহনেওয়াজ

অতিরিক্ত পরিচালক
জন্ম: ৩১/১২/১৯৮২
ব্যাংকে যোগদান:
৭/৪/২০০৯
মৃত্যু: ২৭/০৫/২০২৬

মোঃ মতিউর রহমান

ফোরম্যান (টেকনিক্যাল)
জন্ম: ১৫/১/১৯৭৪
ব্যাংকে যোগদান:
৩০/০৬/১৯৯৯
মৃত্যু: ১৭/২/২০২৬

মোঃ আতাউর রহমান

সুপারভাইজার (ক্যাশ) (পিআরএল)
জন্ম: ১/১/১৯৬৭
ব্যাংকে যোগদান:
২৫/৮/১৯৮৭
মৃত্যু: ৭/২/২০২৬

মোঃ জৈইন উদ্দিন

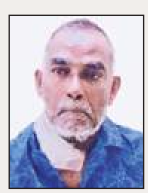

যুগ্মপরিচালক (ক্যাশ) (পিআরএল)
জন্ম: ১২/১/১৯৬৭
ব্যাংকে যোগদান:
৪/৮/১৯৯১
মৃত্যু: ৯/৫/২০২৬

এসএমডিতে বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা বিভাগের পরিচালক (নিরাপত্তা) লেঃ কর্নেল মোঃ শামীমুর রহমান, পিএসসি (অবঃ) এর অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ৩০ জুন ২০২৫ তারিখে বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অতিরিক্ত পরিচালক এ টি এম সামসুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ নিয়ামূল কবীর। অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথিকে ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করা হয়।

ইএমডি-১ এ বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের এক্সপেন্ডিচার ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট-১ এর যুগ্ম পরিচালক মোছাঃ জোৎস্না বেগমের অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে বিভাগের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ২৯ জুন ২০২৫ তারিখে বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অতিরিক্ত পরিচালক সণিত কুমার আচার্য্যীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক মোস্তফা আজাদ কামাল ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ গোলাম মোস্তফা-২। অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথিকে ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করা হয়।

চিকিৎসা কেন্দ্রে বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল অফিসের চিকিৎসা কেন্দ্রে উপপরিচালক (এক্স-ক্যাডার-ডিসপেনসারি) মোঃ জাকির হোসেন-৩ এর অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে বিভাগের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ৩০ জুন ২০২৫ তারিখে বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ডেপুটি চিফ মেডিকেল অফিসার উম্মুল খায়ের ফাতেমা খাইরুন্নেসার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক মোঃ আতিকুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চিফ মেডিকেল অফিসার ডা. শেখ রাফিউল্যাহ ও চিফ কনসালটেন্ট ডা. রাবেয়া আকতার। অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথিকে ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করা হয়।

সিআইবিতে বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরোর সুপারভাইজার মোঃ আব্দুল করিমের অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ১৮ জুন ২০২৫ তারিখে বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরিচালক মোহাম্মদ ইকবাল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক মোঃ শফিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথিকে ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করা হয়।

মতিঝিল অফিসে বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল অফিসের ক্যাশ বিভাগের পরিচালক মোঃ রেজাউল করিম, অতিরিক্ত পরিচালক সুবোধ চন্দ্র ভৌমিক ও রোকসানা পারভীন এবং যুগ্ম পরিচালক (ক্যাশ) মোঃ রমজানুল রহমানের অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে বিভাগের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কমর্চারীর উদ্যোগে ২১ জুলাই ২০২৫ তারিখে বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরিচালক সৈয়দা নাসিমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ আমজাদ হোসেন খাঁন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক (কারেন্সি) মোঃ আমিনুল ইসলাম আকন্দ। অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথিদের ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করা হয়।

মতিঝিল অফিসে বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল অফিসের প্রশাসন বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক হাসিনা মমতাজের অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে বিভাগের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কমর্চারীর উদ্যোগে ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরিচালক (প্রশাসন) মোঃ আতিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক (কারেন্সি) গাজী মোঃ মাহফুজুল ইসলাম, পরিচালক (ব্যাংকিং) আকতার উদ্দিন মেহেদী, চিফ মেডিকেল অফিসার ডা. উম্মুল খায়ের ফাতেমা খায়রুননেসা ও চিফ কনসালটেন্ট ডা. রাবেয়া আক্তার। অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথিকে ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করা হয়।

বগুড়া অফিসে বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, বগুড়া অফিসের অতিরিক্ত পরিচালক (ক্যাশ) মোঃ ইউনুছ আলীর অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ৬ জুলাই ২০২৫ তারিখে এক বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরিচালক সরদার আল এমরানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ সাখাওয়াত হোসেন। অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথিকে ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করা হয়।

মতিঝিল অফিসে বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল অফিসের ভেরিফিকেশন ইউনিটের যুগ্ম পরিচালক মোঃ আমজাদ হোসেনের অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে বিভাগের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কমর্চারীর উদ্যোগে ৮ জুলাই ২০২৫ তারিখে বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরিচালক (ব্যাংকিং) জয়দেব চন্দ্র বণিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ আমজাদ হোসেন খাঁন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক (কারেন্সি) মোঃ আমিনুল ইসলাম আকন্দ। অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথিকে ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করা হয়।

আলোয় আলোয় রঙের খেলা

কুয়াশাযাপিত জীবনতরী

প্রতিবিম্বিত প্রশান্তি

আলোকচিত্রী: সৈয়দ হীমঈয়ানউদ্দিন আহমেদ, অতিরিক্ত পরিচালক, বিআরডি, প্র.কা

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স এর পরিচালক (এক্স-ক্যাডার প্রকাশনা) সাঈদা খানম কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
ফোন: ৯৫৩০৩০০; ই-মেইল : sayeda.khanam@bb.org.bd; ওয়েবসাইট : www.bb.org.bd; মুদ্রণে: জামান প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ৪১-৪২, ইসলামপুর রোড (আদিল কমপ্লেক্স), ঢাকা-১১০০।